বাংলা কথোপকথনে সংযোজকের বহু অর্থকতা নিরসনে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ: প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সংযোজক হিসাবে নির্বাচিত ‘আর’

(Contextual Analysis of Connectives in Word Sense Disambiguation of Bangla Conversation: Selected Polysemous ‘ār’ as Explicit & Implicit Connective)

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Philosophy of Jadavpur University.

By
PATITPABAN PAL

School of Languages and Linguistics
Jadavpur University
Kolkata
May, 2019

বাংলা কথোপকথনে সংযোজকের বহু অর্থকতা নিরসনে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ: প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সংযোজক হিসাবে নির্বাচিত ‘আর’

(Contextual Analysis of Connectives in Word Sense Disambiguation of Bangla Conversation: Selected Polysemous ‘**ā**r’ as Explicit & Implicit Connective)

Declaration

Monday, 13.05.2019

This thesis, titled ***বাংলা কথোপকথনে সংযোজকের বহু অর্থকতা নিরসনে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ: প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সংযোজক হিসাবে নির্বাচিত 'আর' (Contextual Analysis of Connectives in Word Sense Disambiguation of Bangla Conversation: Selected Polysemous 'ār' as Explicit & Implicit Connective)***, submitted by me for the award of the degree of Master of Philosophy, is an original work and has not been submitted so far in part or in full for any other degree or diploma of any university or institute.

Patit Paban Pal

PATITPABAN PAL
Examination roll no. MPHFLN1903
Registration No: 121655 of 2012-13
School of Languages and Linguistics
Jadavpur University
Kolkata 700032

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২, ভারত

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

SCHOOL OF LANGUAGES AND LINGUISTICS

Certificate

This is to certify that the dissertation entitled **বাংলা কথোপকথনে সংযোজকের বহু অর্থকতা নিরসনে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ: প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সংযোজক হিসাবে নির্বাচিত 'আর' (Contextual Analysis of Connectives in Word Sense Disambiguation of Bangla Conversation: Selected Polysemous 'ār' as Explicit & Implicit Connective)** being submitted by **Patitpaban pal** for Master of Philosophy degree in School of Languages and Linguistics, Jadavpur University has been written under my supervision during the session 2018-2019. This work has not been submitted elsewhere for degree.

14/05/19

Dean
Faculty of Interdisciplinary
Studies, Law and Management
Jadavpur University

Dean
Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
Jadavpur University, Kolkata-700032

Director
School of Languages and
Linguistics
Jadavpur University

Director
School of Languages and Linguistics
Jadavpur University

Supervisor
School of Languages and
Linguistics

Director
School of Languages and Linguistics
Jadavpur University

আমার মাকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সবার প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রযুক্তি সহায়ক, মমতাদিকে আর অশিক্ষক কর্মী, উত্তরাদিকে। আর কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগীয় শ্রদ্ধেও তিন অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য, সমীর কর্মকার এবং অতনু সাহা মহাশয়গণকে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক সমীর কর্মকারকে। তিনি আমার গবেষণার দিক নির্দেশক এবং বোধ নির্দেশকও। আমার অপরিমার্জিত বুদ্ধি এবং অপরিশীলিত জ্ঞানের সম্পদকে পরিমার্জন এবং পরিশীলনের মধ্যে দিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়ে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা তুলনারহিত।

আমার মা, কাছে দূরে ঘুমন্তে জাগরণে আমার প্রেরণাদাত্রী, আমার জ্ঞানের আধার; আমার সর্বমঙ্গল কামনায় সদা চঞ্চল; আমার সকল শিক্ষার আধার।

আমার সহপাঠী সুশীল মাণ্ডি এবং আমার অন্যান্য সহপাঠীরা যারা সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে ভাবনার পরিস্ফুটনে সহায়তা করেছে। আর আমার অগ্রজ - বন্ধু দেবদীপদা আমার গবেষণার মূলমন্ত্রে জ্ঞানের আলো জ্বেলেছে তা কোনভাবেই কোনক্ষণেই ভুলে যাবার নয়। আর ভাষাবিজ্ঞানের জগতে একদা আমাকে প্রবেশপথ দেখিয়েছেন উদয়কুমার চক্রবর্তী এবং মহীদাস ভট্টাচার্য। আর যাদের কথা অব্যক্ত রইলো তাদের সবাইকে হয়তো আমার প্রেরণামঞ্চের পিছনে ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসাবেই থাকতে হল যারা না থাকলে হয়তো আমার আশা ও ইচ্ছা ভ্রুণেই মহাকালের হস্তে সমর্পিত হত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব, তা অনুভবের আকাশে মেঘ - বৃষ্টি খেলা করে আজও, খেলা করে চলবে ভবিষ্যতের দিনগুলিতে। হয়তো তাদেরই সুপ্ত আশা আমার বৃক্ষে পুষ্প হয়ে ফুটে উঠবে, ফল - বীজ হয়ে সৃষ্টির খেলায় মেতে উঠবে কোনদিন কোনকালে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে, আমি নই। আমি শুধু সেই ভবিষ্যতের এক নিমিত্ত মাত্র।

আমি আরও কৃতজ্ঞ ইউজিসি-র কাছে। ইউজিসি-র ভারপ্রাপ্ত নির্বাচকমণ্ডলী এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করেই আমার নাম ‘ন্যাশানাল ফেলোশিপ ফর ওবিসি’-তে নির্বাচিত করেছেন। আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মীবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞ যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য অনবরত পরিশ্রম করে চলেছেন, যাদের পরিশ্রম না থাকলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বলা ভালো বিশেষ করে ছাত্রদের অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হোত।

সারসংক্ষেপ (Abstract)

দুই বা ততোধিক পদ অথবা বাক্যাংশ কিংবা বাক্যকে যে ভাষিক উপাদানের দ্বারা সংযুক্ত করা হয় – তাকে সংযোজক বলে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এইরূপ সংযোজক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। লক্ষণীয়, সংযোজকগুলি বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দগুলির ন্যায় বিভক্তির দ্বারা সংক্রামিত হয় না। এবং সংযোজকগুলি সাধারণত পুরুষ এবং বচন নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। যেহেতু সংযোজকগুলি বিভক্তির দ্বারা সংক্রামিত হয় না সেহেতু ক্রিয়ার সাথে এদের সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকে না। ফলত সংযোজকগুলির কোন কারক বিচার হয় না। সাধারণভাবে, যেটা লক্ষ করা যায় সেটা হল নিম্নরূপ: সংযোজকগুলি জটিল বিশেষ্য পদগুচ্ছের নির্মাণে এবং ক্রিয়া সমবায়ের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের এই গবেষণাপত্রের সূচনাতেই বলে রাখা ভাল, কোন একটি ভাষিক সন্দর্ভের অন্তর্গত বাক্যগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক যে কেবলমাত্র সংযোজকের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে তা নয়। উদাহরণস্বরূপ ভাবা যেতে পারে সন্দর্ভ-অন্তর্গত সর্বনামগুলির কথা – এরা একটি বাক্যের সাথে পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী বাক্যের সম্পর্ক নির্ধারণের সময় সংযোজকের ন্যায় আচরণ করে না। সংযোজক বলতে এমন দুই শ্রেণির শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বুঝব যাদের একদল বিভক্তি নিরপেক্ষ এবং আর এক দল বিভক্তি নিরপেক্ষ না হয়েও সর্বনামীয় প্রকৌশলের দ্বারা বাক্যিক সন্দর্ভের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট থাকে। এমতাবস্থায়, এই গবেষণাপত্রের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল সংযোজকশ্রেণির সদস্যদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ভাষিক চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ উন্মোচন করা।

বিষয়সূচি

ঘোষণাপত্র / Declaration

কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....i

সারসংক্ষেপ (Abstract).....iii

বিষয়সূচি.....iv

সংক্ষেপীকরণ.....x

এই গবেষণায় ব্যবহৃত চিহ্ন.....xii

সারণিসূচী.....xiii

চিত্রসূচী.....xiv

ব্যবহৃত গ্লসিং - এর নিয়ম.....xv

প্রথম অধ্যায়: গবেষণার কথাশুরু.....১

১.০ সূচনা.....১

১.১ গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন.....৩

১.২ পূর্ববর্তী পর্যালোচনা.....৩

১.২.১ প্রথাগত ব্যাকরণে সংযোজক.....৪

১.২.১.১ ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যকরণ.....৪

১.২.১.২ ও.ডি.বি.এল. (ODBL).....৪

১.২.২ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সংযোজক.....৬

১.২.২.১ বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন.....৭

১.২.২.২ বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ.....৭

১.২.২.৩ আর.এস.টি. সিগন্যালিং করপাস এবং পি.ডি.টি.বি.....৮

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি.....৮

১.৪ অধ্যায় প্রবেশক.....১১

দ্বিতীয় অধ্যায়: সংযোজকে বহু অর্থকতা.....১২

২.১ সংযোজকের শ্রেণিবিভাগ ও বাংলা সংযোজকের বিশিষ্টতা.....১২

২.১.১ সন্দর্ভ সংযোজক সংজ্ঞায়ন.....১২

২.১.২ সন্দর্ভ সংযোজক: শ্রেণিবিভাগ.....১২

২.১.২.১ প্রকট সন্দর্ভ সংযোজক.....১৩

২.১.২.২ প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক.....১৩

২.২ দৈনন্দিন ভাষায় সন্দর্ভ সংযোজক.....১৪

২.২.১ পদ সংযোগকারী সংযোজক.....১৪

২.২.২ বাক্যখণ্ড সংযোগকারী সংযোজক.....১৪

২.২.৩ বাক্য সংযোগকারী সংযোজক.....১৫

২.৩ বাংলা সংযোজক: বিশিষ্টতা.....১৫

২.৩.১ অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি = সাপেক্ষ সংযোজক.....১৫

২.৩.২ বিভক্তি হীন সংযোজক.....১৬

২.৩.৩ বিভক্তি যুক্ত সংযোজক.....১৭

২.৩.৪ দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত সংযোজক.....১৭

২.৩.৫ বিভক্তি যুক্ত প্রতি সংযোজক.....১৭

২.৩.৬ দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত প্রতি সংযোজক.....১৮

২.৪ সন্দর্ভ সংযোজকে বহু অর্থকতা.....১৮

২.৪.১ বহু অর্থকতার ধারণা.....১৮

২.৪.২ সন্দর্ভ সংযোজকে বহু অর্থকতার অনুসন্ধান.....২০

২.৫ সন্দর্ভ সংযোজকের ব্যবহারে সংলগ্নতা এবং সংযোগ.....২০

২.৬ বহু অর্থকতার নমুনা: বাংলা সন্দর্ভ সংযোজক.....২১

তৃতীয় অধ্যায়: কথ্য বাংলা সন্দর্ভ সংযোজক: বহু অর্থকতা নিরসন.....২৫

৩.০ বহু অর্থকতা নিরসন: সাধারণ ধারণা.....২৫

৩.১ সন্দর্ভ সংযোজকের বহু অর্থকতা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা.....২৫

৩.২ সংযুক্তি থেকে প্রসঙ্গ-তে সঞ্চরণের প্রয়োজনীয়তা.....২৬

৩.৩ প্রসঙ্গ নির্ধারণ-ই সন্দর্ভ সংযোজকের বহু অর্থকতা নিরসনের মডেল বা আদর্শ উপায়.....২৮

৩.৪ প্রসঙ্গ নির্ধারণে প্রস্তাবিত কাঠামো: সংযোজকের সূক্ষ্মতর শ্রেণিকরণ.....২৮

৩.৪.১ বিভক্তি অব্যয় প্রকাশক.....৩১

৩.৪.২ বিভক্তি NSU প্রকাশক.....৩২

৩.৪.৩ অব্যয় সংযোজক.....৩৪

৩.৪.৪ অব্যয় সংযোজক NSU প্রকাশক.....৩৫

৩.৪.৫ শর্ত প্রকাশক সংযোজক.....৩৬

৩.৪.৬ শর্ত প্রকাশক প্রতি সংযোজক.....৩৬

৩.৪.৭ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (ব্যক্তি/ বস্তু).....৩৭

৩.৪.৮ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (সময়).....৩৮

৩.৪.৯ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (স্থান).....৩৮

৩.৪.১০ আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রকাশক.....৩৯

৩.৪.১১ আন্তর্বাক্যীয় অনির্দিষ্টতা প্রকাশক.....৩৯

৩.৪.১২ আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নঞর্থকতা প্রকাশক.....৩৯

৩.৪.১৩ আন্তর্বাক্যীয় আংশিক নঞর্থকতা প্রকাশক.....৪০

চতুর্থ অধ্যায়: প্রয়োগে বাংলা সংযোজকের বিশিষ্টতা: নির্বাচিত সংযোজকের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ.....৪২

৪.০ সংযোজক নির্বাচনের সাধারণ ধারণা: কথ্য সন্দর্ভ সংযোজক 'আর'.....৪২

৪.১ প্রকট সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে 'আর'.....৪২

৪.১.১ 'অথবা', 'বা' অর্থে 'আর'.....৪২

৪.১.২ বাকী সমস্ত সম্ভাব্য ঘটনাকাল (until possible event timing) অর্থে 'আর': 'আর কেউ' বনাম 'কেউ আর' ৪৩

৪.১.৩ পূর্বের ঘটনার সাপেক্ষে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে সমর্থনে নিশ্চয়তায় ইতিবাচক, নিশ্চয়তায় নেতিবাচক, প্রস্তাবনা, সম্ভাবনা, প্রায় (Approximation) বোধক/ সূচক 'আর'.....৪৪

৪.১.৪ এবং অর্থে 'আর'.....৪৪

৪.১.৫ পরিবর্ত (আর + না হয়) অর্থে 'আর'.....৪৬

৪.১.৬ আরও অর্থে 'আর'.....৪৬

৪.১.৭ আর... তাহলে = আর ... সে কারণে অর্থে.....৪৬

৪.১.৮ আর... যে কেউ = কিংবা ... যে কেউ অর্থে.....৪৭

৪.১.৯ অর্থ, উপাদান এবং ঘটনা সম্প্রসারক আর.....৪৭

৪.১.১০ আর = তার বদলে অর্থে.....৪৮

৪.১.১১ বিরক্তি অর্থে 'আর'.....৪৮

৪.২ প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে 'আর'.....৪৯

৪.২.১ আর = কমা বিরতি অর্থে.....৪৯

পঞ্চম অধ্যায়: গবেষণার কথা সমাপ্তি.....৫১

৫.১ গবেষণার সারাৎসার.....৫১

৫.২ আলোচনার সীমাবদ্ধতা.....৫২

৫.৩ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা.....৫৩

গ্রন্থপঞ্জি.....৫৪

পরিশিষ্ট.....৫৫

পরিশিষ্ট - ক.....৫৫

পরিশিষ্ট - খ.....৫৮

পরিশিষ্ট - গ.....৬০

সংক্ষেপীকরণ (Abbreviation)

সংক্ষেপিত বিষয়	সংক্ষেপক	English Termination
অচল	*	Illformed /i.f.f
অতীত	অতী	Past
অধিকরণ কারক	ধি	Locative case
অপাদান কারক	পা	Ablative case
অব্যয়	অব্য	Indecline
অসমাপিকা ক্রিয়া	অসমা ক্রি	Non - finite
অসম্মানবাচক / সম্মানবাচক ১	সম্মা-১	Non - honourific / informal
উত্তম পুরুষ	উপু	1st Person
একবচন	এক	Singular Number
ওজস্বিক কণিকা	ওজ কণি	Emphatic Particle
ওজস্বিতা	ওজ	Emphaticness
কণিকা	কণি	Particle
ক্রিয়া - মূল / ধাতু প্রকৃতি	ধা প্র	Verb Root
করণকারক	ণ	Instrumental case
কর্তৃকারক	র্তৃ	Nominative case
কর্মকারক	র্ম	Accusative case
গৌণকর্ম	গৌণ র্ম	Secondary Object / Indirect Object
ঘটমান অতীত	ঘট অতী	Progressive Past
ঘটমান বর্তমান	ঘট বর্ত	Present Progressive
যৌগিক ক্রিয়া	যৌ ক্রি	Compound Verb
যৌগিক ক্রিয়া - ১	যৌ ক্রি-১	Compound Verb - 1
যৌগিক ক্রিয়া - ২	যৌ ক্রি-২	Compound Verb - 2
নিত্যবৃত্ত	নিত্যবৃ	Habitual Past / Present
নিমিত্ত কারক	মি	Instrumental
নির্দেশক প্রত্যয়	নির্দে প্রত্য	Enclitic
নির্দেশক সর্বনাম	নির্দে সর্ব	Determiner pronoun

নিরপেক্ষ সম্মানবাচক / সম্মানবাচক ০	সম্মা-০	Neutral / formal
নঞর্থক ক্রিয়া	নঞ	Negative Verb
পদযোজক চিহ্ন/ সম্বন্ধ কারক	ন্ধ	Possessive
পুরাঘটিত অতীত	পুরা অতী	Past Perfect
পুরাঘটিত বর্তমান	পুরা বর্ত	Present Perfect
প্রথম পুরুষ	প্রপু	3rd Person
বিশেষ্য - মূল / নাম প্রকৃতি	না প্র	Noun Root
বর্তমান	বর্ত	Present
বর্তমান অনুজ্ঞা	বর্ত অনুজ্ঞা	Present Imperative
বহুবচন	বহু	Plural Number
ভবিষ্যত	ভবি	Future
ভবিষ্যত অনুজ্ঞা	ভবি - অনুজ্ঞা	Future Imperative
মুখ্যকর্ম	মুখ্য র্ম	Primary Object / Direct Object
মধ্যম পুরুষ	মপু	2nd Person
সাধারণ অতীত	সাধা অতী	Simple Past
সাধারণ বর্তমান	সাধা বর্ত	Simple Present
সাধারণ ভবিষ্যত	সাধা ভবি	Simple Future
সচল	অচিহ্নিত	Wellformed /w.f.f
সম্বোধন করার শব্দ / সম্বোধক	সম্বো	Addressive word
সম্মানবাচক ২	সম্মা-২	Honourific
সম্মতিবাচক	সম্মতি	permission
সংযোজক	সং	Connective
সন্দর্ভ সংযোজক	সং	Discourse Connective
প্রকট সংযোজক	প্রকট সং	Explicit Connective
প্রচ্ছন্ন সংযোজক	প্রচ্ছন্ন সং	Implicit Connective
প্রতি সংযোজক	প্রতি সং	Correlative connective
দ্বিরুক্ত সংযোজক	দ্বি সং	Reduplicative connective
দ্বিরুক্ত প্রতি সংযোজক	দ্বি প্রতি সং	Reduplicative Correlative connective
বিকল্প অর্থ	বি. অ.	Alternative meaning/ sense

এই গবেষণায় ব্যবহৃত চিহ্ন

[গণিতশাস্ত্র এবং প্রতীকী লজিক থেকে গৃহীত]

চিহ্ন	অর্থ
-	পরপর সংযুক্ত বোঝাবে রূপতাত্ত্বিক সম্পর্ক আলোচনাকালে।
(-)	হীন বোঝাবে। যেমন (-) ওজস্বিক কণিকা = "ওজস্বিক কণিকাহীন" হবে।
(+)	যুক্ত বোঝাবে। যেমন (+) ওজস্বিক কণিকা = "ওজস্বিক কণিকাযুক্ত" হবে।
[ ]	আন্বয়িক সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত।
⊂	সংবর্তন বোঝাচ্ছে।
ϕ	Null element/ component বোঝাবে।
/	অথবা বোঝাবে।
-	কোন উপাদানের আগে থাকলে ঐ উপাদানটি বদ্ধ রূপিম, এমন বোঝাবে।
...	অসীম সংখ্যক বোঝাবে।
→	গতি বা অভিমুখ বোঝাতে ব্যবহৃত।
=	সমান বোঝাবে।
>	পুনর্লিখন সূত্রে পুনর্লিখন প্রক্রিয়া বোঝাবে।
T/ F	সত্যমূল্য যথাক্রমে সত্য, মিথ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত।
	উপাদান স্থানান্তরণ বোঝাবে।
১,২,৩.	সাঙ্কেতিক সংখ্যাচিহ্ন।

..

সারণিসূচী (List of Tables)

সারণি নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সারণি-১ 'বিচিত্রা' এবং 'গুগল সার্চ' করপাস-এ বাংলা সংযোজকের ফ্রিকোয়েন্সি	৫৪
সারণি-২ বাংলা ভাষায় প্রকট সংযোজকগুলির বহু অর্থকতা	৫৭
সারণি-৩ : বাংলা সংযোজক "আর" -এর অর্থগত বিস্তার	৫৯

চিত্রসূচী (List of figures)

রেখাচিত্র নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
রেখাচিত্র-১: ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাংলা সংযোজক	২৯
রেখাচিত্র: ২	৩২
রেখাচিত্র: ৩	৩৩
রেখাচিত্র: ৪	৩৪
রেখাচিত্র: ৫	৩৫
রেখাচিত্র: ৬	৩৬
রেখাচিত্র: ৭	৩৭
রেখাচিত্র: ৮	৩৮
রেখাচিত্র: ৯	৪১

ব্যবহৃত গ্লসিং - এর নিয়ম

এই গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত গ্লসিং এর যে ধরণ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল -

লাইন ক্রম	ব্যবহৃত বিষয় ও তথ্য
১ম	প্রতিটি পদের পরেই সেই পদের ব্যাকরণিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে Subscript-এর আকারে।
২য়	বাংলা ভাষায় বাংলা লিপিতে রানিং টেক্সট লেখা হয়েছে।

উদাহরণ:

আমি$_{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ গেলে$_{অসমাপিকা_ক্রিয়া}$ তুমি$_{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ যেও$_{ক্রিয়া}$।

আমি গেলে তুমি যেও।

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার কথাশুরু

১.০ সূচনা

"সংযোজক" কথাটি দুটি বা তার বেশি অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। কথোপকথনে এই যোগাযোগ সাধন হয়ে থাকে "সংযোজক" নামক উপাদানের সাহায্যে। দুটি বা তার বেশি অংশ আসলে কখনো **পদ**, কখনো **বাক্যাংশ** আবার কখনো **সন্দর্ভ** কে সংযুক্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উল্লিখিত স্থূলাকৃতি শব্দগুলির কথা ভাবা যেতে পারে :

১. ঘনশ্যাম$_{\text{একবচন.কর্তৃকারক}}$ **ও**$_{\text{সংযোজক}}$ নয়নতারা-র$_{\text{সম্বন্ধ}}$ বিবাহ$_{\text{একবচন.কর্মকারক}}$ গত_সপ্তাহে$_{\text{অধিকরণকারক}}$ হয়ে_গেল$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$।
ঘনশ্যাম **ও** নয়নতারার বিবাহ গত সপ্তাহে হয়ে গেল।

এখানে সংযোজক 'ও' দুটি বিশেষ্য পদ যথা 'ঘনশ্যাম' এবং 'নয়নতারা'-র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে। তাই এখানে 'ও' হল পদ সংযোজক।

২. সেদিন$_{\text{বিশেষণ}}$ থেকে$_{\text{অনুসর্গ}}$ সুচরিতা-র$_{\text{সম্বন্ধ}}$ গান_গাওয়া$_{\text{ক্রিয়া_বিশেষ্য}}$ **আর**$_{\text{সংযোজক}}$ স্কুলে$_{\text{অধিকরণকারক}}$ যাওয়া$_{\text{ক্রিয়া_বিশেষ্য}}$ চিরদিনের$_{\text{সম্বন্ধ}}$ জন্য$_{\text{অনুসর্গ}}$ বন্ধ_হল$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$।
সেদিন থেকে সুচরিতার গান গাওয়া **আর** স্কুলে যাওয়া চিরদিনের জন্য বন্ধ হল।

এখানে 'আর' দুটি বাক্যাংশ-কে সংযুক্ত করছে। বাক্যাংশ দুটি হল 'সেদিন থেকে সুচরিতার গান গাওয়া চিরদিনের জন্য বন্ধ হল' (বাক্যাংশ-১) এবং 'সেদিন থেকে সুচরিতার স্কুলে যাওয়া চিরদিনের জন্য বন্ধ হল'। তাই এটি এই বাক্যের প্রেক্ষিতে বাক্যাংশ সংযোজক। এই দুটি বাক্যাংশ একসাথে সংযুক্ত হয়ে বাক্যাংশ-১ থেকে 'চিরদিনের জন্য বন্ধ হল' এবং বাক্যাংশ-২ থেকে 'সেদিন থেকে সুচরিতার' অংশ বিলোপিত হয়েছে কথোপকথনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যাকে বলা যেতে পারে 'সমধর্মী পদগুচ্ছ বিলোপন'।

৩. দেবদীপ$_{\text{একবচন.কর্তৃকারক}}$ কলকাতা-য়$_{\text{অধিকরণকারক}}$ যাবে$_{\text{ক্রিয়া}}$ **এবং**$_{\text{সংযোজক}}$ তোমার$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.সম্বন্ধ}}$ সাথে$_{\text{অনুসর্গ}}$ দেখা_করবে$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$।
দেবদীপ কলকাতায় যাবে **এবং** তোমার সাথে দেখা করবে।

এখানে বাক্য-১ ‘দেবদীপ কলকাতায় যাবে’ বাক্য-২ ‘তোমার সাথে দেখা করবে’ -কে সংযোজক ‘এবং’ সংযুক্ত করছে। তাই এটি বাক্য সংযোজক।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই এইরূপ সংযোজক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। লক্ষণীয়, সংযোজকগুলি বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দগুলির ন্যায় বিভক্তির দ্বারা সংক্রামিত হয় না। এবং সংযোজকগুলি সাধারণত পুরুষ এবং বচন নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। যেহেতু সংযোজকগুলি বিভক্তির দ্বারা সংক্রামিত হয় না সেহেতু ক্রিয়ার সাথে এদের সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকে না। ফলত সংযোজকগুলির কোন কারক বিচার হয় না। সাধারণভাবে, যেটা লক্ষ করা যায় সেটা হল নিম্নরূপ: সংযোজকগুলি জটিল বিশেষ্য পদগুচ্ছের নির্মাণে এবং ক্রিয়া সমবায়ের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমাদের এই গবেষণাপত্রের সূচনাতেই বলে রাখা ভাল, কোন একটি ভাষিক সন্দর্ভের অন্তর্গত বাক্যগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক যে কেবলমাত্র সংযোজকের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে তা নয়। উদাহরণস্বরূপ ভাবা যেতে পারে সন্দর্ভ-অন্তর্গত সর্বনামগুলির কথা – এরা একটি বাক্যের সাথে পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী বাক্যের সম্পর্ক নির্ধারণের সময় সংযোজকের ন্যায় আচরণ করে না। নিচের উদাহরণটিকে উপরে উল্লিখিত উদাহরণের সাপেক্ষে দেখলে বক্তব্যটি আরও বেশিমাত্রায় স্পষ্ট হবে :

৪. তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,}}$ সকলকথা$_{\text{কর্মকারক}}$ সবাই-কে$_{\text{কর্মকারক}}$ বলে_দাও$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$। **এই_জন্যে**$_{\text{সংযোজক}}$ তোমাকে$_{\text{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্মকারক}}$ কোন$_{\text{নির্দেশক}}$ গোপন$_{\text{বিশেষণ}}$ কথা$_{\text{বিশেষ্য}}$ বলতে_নেই$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া,নঞর্থক}}$।

তুমি সকলকথা সবাইকে বলে দাও। **এই জন্যে** তোমাকে কোন গোপন কথা বলতে নেই।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, “এই জন্যে” পদগুচ্ছটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে পরবর্তী বাক্যের মধ্যে একধরণের কার্যকারণগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এইধরণের সম্পর্ক নির্ণয় স্পষ্টতই উপরে বর্ণিত সংযোজকের ভাষিক আচরণের থেকে অনেকাংশে আলাদা। ফলত, দুটি বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলি একই শ্রেণিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রগতভাবে এবং কার্যকারীতার দিক থেকে একে অপরের থেকে আলাদা। অন্যভাবে বললে, এক ধরণের পরিভাষাগত বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে জরুরি হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংযোজক বলতে এমন দুই শ্রেণির শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বুঝব যাদের একদল

বিভক্তি নিরপেক্ষ এবং আর এক দল বিভক্তি নিরপেক্ষ না হয়েও সর্বনামীয় প্রকৌশলের দ্বারা বাক্যিক সন্দর্ভের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট থাকে।

এমতাবস্থায়, এই গবেষণাপত্রের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল সংযোজকশ্রেণির সদস্যদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ভাষিক চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ উন্মোচন করা।

১.১ গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

উপরে উল্লিখিত আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা যেসব গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি সেগুলি একে একে দেখা যাক।

প্রথমত, বাংলা ভাষায় সংযোজকশ্রেণির সম্ভাব্য সদস্য কারা? - একটি ভাষিক উপাদান সংযোজক শ্রেণিভুক্ত হবে কি হবে না তা নির্ভর করে কতকগুলি প্রাক শর্তের উপর। এই প্রাক শর্তগুলি আবার সংযোজকশ্রেণির সংজ্ঞা নিরূপণেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সুতরাং নিম্নে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, সংযোজকশ্রেণি নির্ধারক প্রাক শর্তগুলি কী কী? – প্রাক শর্ত নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ (কনটেক্সট (context)) নির্ধারণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে রূপ-অন্বয়তাত্ত্বিক এবং অর্থতাত্ত্বিক প্রসঙ্গগুলি কীভাবে সংযোজকে প্রভাবিত করে তার পরিচয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তাহলে সবক্ষেত্রে ভাষিক আচরণ কি একইরকম থাকে নাকি বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ বা কনটেক্সট (context) অনুযায়ী অর্থ বদলে যায়, বদলে যায় এদের শ্রেণিচরিত্রও?

তৃতীয়ত, যদি অর্থবদলে প্রসঙ্গ বা কনটেক্সট (context) বিশেষভাবে কার্যকরী হয় তবে তার ভিত্তিতে কি এগুলির কোন সূক্ষ্মতর শ্রেণিকরণ করা সম্ভব?

১.২ পূর্ববর্তী পর্যালোচনা

এখানে এখন সংযোজক বিষয়ক পূর্ববর্তী পর্যালোচনা বা Literature Review সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১.২.১ প্রথাগত ব্যাকরণে সংযোজক

১.২.১.১ ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যকরণ

চট্টোপাধ্যায়-এর 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যকরণ' গ্রন্থে সংযোজক বা Connectives বিষয়ক আলোচনা হয়েছে 'অব্যয়' শীর্ষক অধ্যায়াংশে। এগুলিকে তিনি বলেছেন সংযোগবাচক বা সম্বন্ধ-বাচক (conjunctions বা post-positions)। এই অংশে অন্তর্ভুক্ত সংযোজক গুলিকে আবার কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন, এগুলি হল – ১. সংযোজক (Connectives), ২. প্রতিষেধক বা প্রাতিপাক্ষিক (Adversatives), ৩. ব্যতিরেকাত্মক (Exceptives), ৪. অবস্থাত্মক (Conditionals), ৫. ব্যবস্থাত্মক (Concessives), ৬. কারণাত্মক (Causals), ৭. অনুধাবনাত্মক (Conelusives), ৮. সমাপ্তি-বাচক (Finals), ৯. অবধারণে, পাদপূরণে, বাক্যালঙ্কারে (Expletives), ১০. প্রশ্নে (Interrogatives), ১১. উপমা-দ্যোতক (Comparatives)। [চট্টোপাধ্যায়: 2017 (1939): 357-361]

১.২.১.২ ওডিবিএল (ODBL)

এই গ্রন্থে রূপতত্ত্ব বা Morphology অংশে সংযোজক হিসাবে ক্রিয়া বিভক্তি (Verbal suffix) নিয়ে যেটুকু কথা উল্লেখ করেছেন এখানে সেই আলোচনা করা হল। [Chatterjee: 2017 (1939): 1003]। এগুলি হল:

৫. ইয়া = এবং

আমি$_{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}$ আসিয়া$_{অসমাপিকা_ক্রিয়া}$ দেখিলাম$_{ক্রিয়া}$।
আমি আসিয়া দেখিলাম।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার সংযোজাত্মক অর্থ হল - এবং। আর তার ফলে বাক্যটির অর্থ হবে আমি আসিলাম এবং দেখিলাম।

৬. ইলে = if/ যদি তো

আমি$_{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ সময়মত$_{বিশেষণ}$ ফিরলে$_{অসমাপিকা_ক্রিয়া}$ যেতে$_{অসমাপিকা_ক্রিয়া}$ পারি$_{ক্রিয়া}$।

আমি সময়মত ফিরলে যেতে পারি।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - যদি...তো। অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়ার আগের ঘটনা ও পরের ঘটনা একটি অপরটির উপর নির্ভর করে। এখানে "আমি সময়মত ফিরলে যেতে পারি" এর যদি ঘটনা-১ "আমি সময়মত ফিরি" তো ঘটনা-২ "আমি যেতে পারি"।

৭. ইলে = after/ যদি...তার পরে

সে$_{প্রথম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ আসিলে$_{অসমাপিকা_ক্রিয়া}$ পরে আমি$_{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ দেখিলাম$_{ক্রিয়া}$।

সে আসিলে পরে আমি দেখিলাম।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - যদি...তার পরে।

৮. লে = after/ যখন...তারপর

পেলে$_{অসমাপিকা_ক্রিয়া}$ দিও$_{ক্রিয়া}$।

পেলে দিও।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - যখন...তারপর। এখানে বাক্যটির অর্থ হল - তুমি টাকা পেলে দিও।

৯. লে = if / যদি ...তবে

আমি$_{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ গেলে$_{অসমাপিকা_ক্রিয়া}$ তুমি$_{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ যেও$_{ক্রিয়া}$।

আমি গেলে তুমি যেও।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - যদি ...তবে।

১০. লে = when / যখন...তখন

দিলে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ দিও$_{\text{ক্রিয়া}}$

দিলে দিও।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - যখন...তখন। বাক্যের অর্থ হবে যখন দেবে তখন দিও।

১১. এ = and after / এবং তারপর

ভাত$_{\text{বিশেষ্য_কর্মকারক}}$ খেয়ে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ বাড়ি$_{\text{বিশেষ্য_কর্মকারক}}$ ফিরো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরো।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - এবং তারপর।

১২. তে = if when/ if then / যদি...তাহলে

করতে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ গেলে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$...।

করতে গেলে...।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - যদি...তাহলে। কিন্তু এখানে তে বিভক্তি সংযোজক হচ্ছে না। হচ্ছে লে বিভক্তি যা পরের ক্রিয়াতে রয়েছে। কারণ এই বাক্যটির অর্থ দেখলে বোঝা যাবে - যদি করতে যাই তাহলে ...।

১.২.২ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সংযোজক

এখন দেখা যাক বাংলা সংযোজকের প্রসঙ্গগত আলোচনায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ কীরূপ কোথায় কতটুকু আলোচনা করেছেন।

১.২.২.১ বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন

চক্রবর্তী তাঁর গবেষণামূলক এই গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে সংযোজকের কথাপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি। এবং তিনি সংযোজকের একটা কোন সামগ্রিক রূপরেখা দেবার প্রচেষ্টা করেন নি। বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু স্থানে কিছু উল্লেখ করেছেন। তা হল:

ক) ক্রিয়া সমাহার আলোচনায় প্রাক ক্রিয়ার গঠন নিয়ে বলতে গিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া সাপেক্ষ সংযোজাত্মক ভাব প্রকাশ করে বলে উল্লেখ করেছেন [চক্রবর্তী: ২০১২: ১৩৫]। আর বলেছেন এটি এক প্রকারের শর্ত আরোপ করে থাকে [চক্রবর্তী: ২০১২: ১৫১]।

খ) সংযোগমূলক বাক্যের গঠন আলোচনাকালে বলেছেন বাক্যে সংযোগমূলকতা দুটি পদ্ধতি অনুসারে হয়। ১) কথা বলার ক্ষেত্রে বিরতি এবং লেখার ক্ষেত্রে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি ব্যবহার হয়; ২) যোজক হিসাবে সমুচ্চয়ী অব্যয় (সংযোজক ও বিয়োজক) ব্যবহার করা হয় [চক্রবর্তী: ২০১২: ১৮৩]।

গ) আশ্রয়মূলক বাক্যের গঠন আলোচনাকালে আশ্রয়ধর্মী বাক্য গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অব্যয় পদের চারটি শ্রেণি নির্দেশ করেছেন - ১) একক আশ্রয়মূলক অনুসর্গ, ২) যৌগিক আশ্রয়মূলক অব্যয়, ৩) প্রতিনির্দেশক, ৪) দ্বিরুক্ত প্রতিনির্দেশক [চক্রবর্তী: ২০১২: ১৮৫]।

ঘ) এছাড়া উল্লেখ করেছেন সমুচ্চয়ী অব্যয় প্রয়োগ করে বাক্যে যোজনামূলক, নিষেধমূলক, অগ্রাধিকারমূলক, সমনির্বাচনমূলক ভাব বিশিষ্ট অর্থের বৈচিত্র্য আনা যায় [চক্রবর্তী: ২০১২: ১৮৫]।

১.২.২.২ বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ

এই গ্রন্থেও চক্রবর্তী বিস্তৃত ভাবে সংযোজকের কথাপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি। এবং তিনি সংযোজকের একটা কোন সামগ্রিক রূপরেখা দেবার প্রচেষ্টা করেন নি। বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু স্থানে কিছু উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বিক্ষিপ্ত ভাবে যা বলেছেন তা হল:

ক) চমস্কির Binding তত্ত্ব অনুযায়ী অ্যানাফোরা আলোচনায় বলেছেন পূর্ববর্তী উপাদানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে অর্থাৎ একটি antecedent থাকে। আর তিন প্রকারের অ্যানাফোরা হয়ে থাকে: ১) আত্মবাচক, ২) পরস্পর সম্বন্ধী এবং ৩) চিহ্নক বা NP Trace [চক্রবর্তী: ২০১৩: ২০৯]।

খ) স্থানান্তরণ তত্ত্ব আলোচনায় অব্যয় পদের স্থানান্তরণের কথাপ্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে অব্যয় পদ বাক্যে AUX অবস্থান থেকে বাক্যের প্রথমে কর্তার আগে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। [চক্রবর্তী: ২০১৩: ২৩৯]।

গ) চমস্কির মান্য তত্ত্ব বা Standard Theory-র আলোচনার সাপেক্ষে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আন্বয়িক সংবর্তন বিষয়ে সংযোজন অংশে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদান কীভাবে বাক্যের অধোগঠনে সংযুক্ত হয় তা উল্লেখ করেছেন। এখানে সংযোগধর্মী, আশ্রয়ধর্মী সংযোজন ছাড়াও কয়েকটি উপাদানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওই সংবর্তন সূত্র অনুযায়ী [চক্রবর্তী: ২০১৩: ১০২]।

এই গ্রন্থে তিনি কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেননি সংযোজক বিষয়ে।

১.২.২.৩ আর.এস.টি. সিগন্যালিং করপাস এবং পি.ডি.টি.বি.

ইংরেজি ভাষার সংযোজক আলোচনায় রেটোরিক গঠন তত্ত্ব বা Rhetoric Structure Theory এবং পেন ডিসকোর্স ট্রি ব্যাঙ্ক এর গবেষণায় সংযোজকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে সংযোজক গুলিকে সন্দর্ভ উপাদান বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষার সংযোজক সংখ্যা আরএসটি সিগন্যালিং করপাস (RST Signalling Corpus) অনুযায়ী ২০৫ টি এবং পেন ডিসকোর্স ট্রি ব্যাঙ্ক বা পিডিটিবি (PDTB) অনুযায়ী ১০১ টি।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাভাষায় লিখিত উপাদানে এবং কথ্য উপাদানে (কথোপকথনে) প্রায় দুইশোর বেশি সংযোজক (ডিসকোর্স কানেক্টিভ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি হল - অতএব, অধিকন্তু, অনন্তর, অনুযায়ী, অনুসারে, অন্তত, অন্তত পক্ষে, অন্যথায়, অন্যদিকে, অন্যভাবে, আংশিক ভাবে, আপাত অর্থে, আপাতত, আপাত ভাবে, আর, আরও, আরো, আলাদা কথায়, আলাদা করে, আলাদা ভাবে, ইত:পূর্বে, ইতোমধ্যে, -ইয়া, -ইলে, ইহার আগেই, -এ, এই অবসরে, এই কারণে, এই জন্যে, এই ধরো, এই ধরো... কাছাকাছি, এই পথ ধরে, এই পথে, এই পরিস্থিতিতে, এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করে, এই মতের ওপর ভিত্তি করে, এই মতের ভিত্তিতে, এইরকম ভাবে, এই রকমভাবে, এই রূপেই, এই সূত্রে, একই ভাবে, একই মুহূর্তে, একই সময়ে, একটা

কিছু, এ কারণে, এখনই, এছাড়াও, এত তাড়াতাড়ি, এত শীঘ্র, এতো বড়ো যে, এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এবং, এবং এরপর, এবং এর ফলস্বরূপ, এবং এর ফলে, এবং তারপর, এভাবেই, এরই মধ্যে, এর পর, এর পরিবর্তে, এর পরে, এর ফলস্বরূপ, এর ফলে, এর বদলে, এর বিকল্প হিসাবে, এর বিকল্পে, এ সত্ত্বেও, ও, -ও, কমপক্ষে, কমপক্ষেও, কারণ, কার্যত, কিংবা, কিছু একটা, কিন্তু, কোন উপায়ে, কোন একটা, কোন ভাবে, কোন মতে, কোন রকম ভাবে, কোন একরকম ভাবে, কোন রকমে, কোন একরকমে, ছাড়া, ঠিক তখন, ঠিক তখনই, ঠিক যখন, ঠিক যখনই, ঠিক যেমন, তৎপর, তথা, তথাপি, তদনন্তর, তদনুসারে, তবুও, তাই, তারপর, তার পরিবর্তে, তারপরে, তার ফলে, তার বদলে, তা সত্ত্বেও, তা হলেও, তাহা, তৃতীয়ত, -তে, দ্বিতীয়ত, ধরনে, ধরে নাও, ধরো, নচেৎ, নতুবা, নয়তো, নির্দিষ্ট সময়ের আগে, নিশ্চিত ভাবে, নিশ্চিন্তে, পরবর্তীকালীন, পরবর্তী কালে, পরিবর্তে, পরিশেষে, পরে, পর্যন্ত, পশ্চাৎ, প্রথমত, প্রসঙ্গক্রমে, প্রসঙ্গত, প্রসঙ্গান্তরে, প্রায়শই, ফলত, ফল স্বরূপ, ফলে, বদলে, বা, বাদে, বিকল্প হিসাবে, বিকল্পে, বিশেষ করে, বিশেষত, বিশেষ ভাবে, বুঝে দেখো, ব্যতিক্রমে, ব্যতীত, ভবিষ্যতে, ভাবো, ভিন্নকথায়, ভিন্ন দৃষ্টিতে, ভিন্ন ভাবাদর্শে, ভিন্নভাবে, ভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে, ভিন্নমতে, ভিন্ন মানসে, ভেবে দেখো, ভেবে নিয়ে, মতানুসারে, মতে, মনে করো, মনে করো... কাছাকাছি, মনে হয়, মোটকথা, মোটামুটি, মোটামুটি ভাবে, যখন...তখন, যখনি, যত, যতক্ষন পর্যন্ত, যতক্ষন পর্যন্ত না, যত তাড়াতাড়ি, যতদূর সম্ভব, যদিও, যদ্যপি, যাই হোক, যাই হোক না কেন, যার ফলে, যেইমাত্র, যে কোন উপায়ে, যে কোন পথে, যে কোন ভাবে, যে কোন রকম ভাবে, যে কোন রকমে, যেন, যেমন, যে-মুহূর্তে, যেহেতু, -লে, শেষপর্যন্ত, শেষভাগে, সকল অবস্থাতেই, সঙ্গতভাবে, সবমিলিয়ে, সব মিলিয়ে, সবশেষে, সবার মাঝে হঠাৎ করে, সমভাবে, সমান ভাবে, সমান্তরাল ভাবে, সম্পূর্ণ ভাবে, সম্ভবত, সর্বতো ভাবে, সর্বোপরি, সাধারণ ভাবে, সার্বিক ভাবে, সুতরাং, সেইমতো, সেই মুহুর্তে, সেই সময়ে, সেই সূত্রে, সে কারণে, সে জন্য, হঠাৎ, হতে পারে, হয়তো, হয়তো বা ইত্যাদি।

-ইয়া, -ইলে, -লে, -তে এই চারটি অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি বাংলা ভাষায় সংযোজকের ভূমিকা পালন করে থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। এগুলি বদ্ধ রূপিম হওয়াতে এগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) নির্ণয়ে বাদ রাখা হয়েছে। কারণ এই উপাদানগুলি দ্বারা সমাপ্তি হয়েছে এমন শুধু মাত্র ক্রিয়া পদই পাওয়া যায় না, অনেক বিশেষ্য পদ এবং অন্যান্য পদের ব্যবহার মেলে। ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) নির্ণয়ে সব

ফলাফলই করপাস দেখিয়ে দেবে। এবং ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) নির্ণয়ে এই উপাদানগুলি বেশ খানিকটা ভ্রান্তির জন্ম দেবে। তাই এগুলিকে বাদ রাখা হল।

বেশ কিছু সংযোজক একই, কিন্তু তাদের বানানগত চেহারা আলাদা। এগুলিকে একটির রূপভেদ ধরে একটিকেই গণনায় স্থান দেওয়া হল। এই প্রকার সংযোজকগুলি হল:

১৩. 'অন্ততপক্ষে' বনাম 'অন্তত:পক্ষে'

১৪. 'ইত:পূর্বে' বনাম 'ইতিপূর্বে'

১৫. 'ইতিমধ্যে' বনাম 'ইতোমধ্যে'

১৬. 'এইরকম ভাবে' বনাম 'এই রকমভাবে' ইত্যাদি।

এর মধ্যে সর্বাধিক ব্যহৃত হয় "আর" (২৯৪১ বার ০.০১৪ সেকেণ্ডে)। বাংলাভাষায় প্রাপ্ত উপাদানগুলির একটা ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) –র বণ্টন ***'পরিশিষ্ট - ক'*** তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

'এর থেকে অনুমান করা যায় যে', 'সঙ্গতভাবে', 'সেই সূত্রে', 'এই সূত্রে', 'এই পরিস্থিতিতে', শেষ পাঁচটি সংযোজক 'বিচিত্রা' ওয়েবসাইটে পাওয়া না গেলেও এগুলি বাংলাভাষায় কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, '*এর থেকে অনুমান করা যায় যে'* কথাংশটি একটি সংযোজকের অর্থই বহন করে ঠিক যেমন "অনুমান সাপেক্ষে"। তাই এই সংযোজকগুলি "গুগল অনুসন্ধান" থেকে অনুসন্ধান করা গেল। আর তা থেকে যা রেজাল্ট বা ফলাফল পাওয়া গেলও তা ওই একই তালিকায় সংযোজন করা হল। আর এগুলি তাই পাদটীকা (footnote) ব্যবহার করে উৎস নির্দেশ করা হল।

বেশকিছু সংযোজক এর স্থানে প্রসঙ্গ নির্ভর বিকল্প দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। এই বিকল্প প্রতিস্থাপন সম্পূর্ণভাবে অর্থগত ও প্রসঙ্গত সামঞ্জস্যকে বজায় রেখেই। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোন একটি DC-র এই প্রতিস্থাপন বিকল্পগুলিরও পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতাগত মাত্রাভেদ রয়েছে। [সেকেণ্ডেtion 2.03 অংশে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে]। এইসব বিশ্লেষণের জন্য এম ফিল (M. Phil) স্তরের

গবেষণায় আলোচনার যে ব্যাপ্তি সেই পরিসরে একটি সংযোজক এর ওয়ার্ড সেন্স ডিজঅ্যাম্বিগুয়েশন (word sense disambiguation) এবং ম্যাপিং (mapping) করা সম্ভব হবে। তাই এই গবেষণাপত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত পাঁচটি সংযোজক যথা – 'আর', 'তাই', 'পরে', 'অতএব', 'সুতরাং' –কে ঘিরেই আলোচনা বিস্তৃত হবে।

১.৪ অধ্যায় প্রবেশক

এই গবেষণাপত্রটি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এখানে এখন সব অধ্যায়ের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে গবেষণার কথাশুরু অংশটি। এই অংশে রয়েছে গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, পূর্ববর্তী পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি ও গ্রন্থপঞ্জির স্টাইল সংক্রান্ত তথ্যাদি। ***দ্বিতীয় অধ্যায়ে*** রয়েছে, একটি সংযোজক কিভাবে বহু অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে তার প্রসঙ্গ। এছাড়া একই প্রসঙ্গ বোঝাতে একটি সংযোজকের সম্ভাব্য প্রায় সমতুল অর্থবোধক বিকল্প কতগুলি সংযোজক ব্যবহৃত হতে পারে এবং কীরকম অর্থগত টানাপড়েন তৈরি হয় তারই কথাপ্রসঙ্গ। ***তৃতীয় অধ্যায়ে*** আলোচিত হয়েছে সংযোজকের বহুর্থবোধকতা নিরসনের উপায় অনুসন্ধানের প্রয়াস। আর এই উপায়ের প্রতীকী কাঠামো আবিষ্কার ও প্রনয়ণ। ***চতুর্থ অধ্যায়ে*** রয়েছে বাংলা কথোপকথনে ও সাহিত্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত সন্দর্ভ সংযোজকের ("আর") প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ। অর্থাৎ এই সংযোজক কতগুলি ও কী প্রসঙ্গ ভূমিকায় কী প্রকার অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হয় তারই অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। ***পঞ্চম অধ্যায়ে*** বলা হয়েছে এই গবেষণার সারাৎসার, প্রাপ্ত ফলাফল এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাপ্রসঙ্গ। এই গবেষণাকে ভবিষ্যতে আরও কীভাবে বিস্তৃতভাবে আলোচনার সুযোগ রয়েছে সেসব কথা।

গ্রন্থপঞ্জিতে (Bibliography) এপিএ স্টাইল শিট (APA Style sheet) মেনে তা বর্ণানুক্রমিক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে মুদ্রিত গ্রন্থ, বৈদ্যুতিন গ্রন্থ, জার্নাল (শুধুমাত্র মুদ্রিত, শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন, উভয় ইত্যাদি), সম্পাদিত গ্রন্থ, ইন্টারনেট তথ্যাদি, ক্ষেত্রসমীক্ষা, সাক্ষাৎকার, ও অন্যান্য প্রকার উল্লেখন এর সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। একই স্টাইল শিট (style sheet) এর ভিত্তিতে পাদটীকা, অন্ত্যটীকা, পাঠমধ্য-টীকা, ইত্যাদিও ওই পদ্ধতি মেনেই অনুসরন করা হয়েছে। এরপর রয়েছে পরিশিষ্ট।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংযোজকে বহুর্থকতা

২.১ সংযোজকের শ্রেণিবিভাগ ও বাংলা সংযোজকের বিশিষ্টতা

প্রযুক্তি যত এগিয়ে চলেছে ততই বাড়ছে Dynamicity, প্রায় সব ক্ষেত্রে। পাল্টে যাচ্ছে আগের ধারণা। বেড়েছে তার পরিধিও। আর তাই প্রথাগত ব্যাকরণের স্থানে এসেছে সঞ্জননী ব্যাকরণ, এসেছে মেশিন রীডেবেল গ্রামার বা যান্ত্রিক বোধমূলক ব্যাকরণ। আর এভাবে ভাবতে গিয়েই উঠে এসেছে আধুনিক নানা প্রসঙ্গ ও তাকে কিভাবে যান্ত্রিকভাবে পদ্ধতিকরণ করা যায় সেসবের কথাপ্রসঙ্গ। এইসব ভাবনার সাথে তাল মিলিয়ে সন্দর্ভ সংযোজক গুলিকে নতুনভাবে ভাবা দরকার। এই অধ্যায়ে প্রথমে সন্দর্ভ সংযোজক সংজ্ঞায়ন, পরে পরে বহুর্থকতার ধারণা, সন্দর্ভ সংযোজকের প্রয়োগে ও ব্যবহারে সংলগ্নতা-সংযোগ, ব্যাকরণে সন্দর্ভ সংযোজকের পর্যালোচনার আলোচনা করা যাবে।

২.১.১ সন্দর্ভ সংযোজক সংজ্ঞায়ন

যখন কোন সংযোজক অর্থ-ভূমিকায় বাক্যগত বা অন্বয়তাত্ত্বিক অর্থকে অতিক্রম করে সন্দর্ভ স্তরে পৌঁছায় তখন ওই সংযোজককে সন্দর্ভ সংযোজক বা ডিসকোর্স কানেক্টিভস বলা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এই এক একটি সংযোজক আলাদা আলাদা উক্তিতে আলাদা আলাদা সেন্স প্রকাশ করতে সক্ষম।

২.১.২ সন্দর্ভ সংযোজক: শ্রেণিবিভাগ

ইংরেজি ভাষার সন্দর্ভ সংযোজকের আলোচনা ও এন.এল.পি. (NLP)-তে তার পদ্ধতিকরণে সেমাণ্টিকস বা বাক্যার্থতত্ত্বে অর্থগত ভূমিকাকে মাথায় রেখেই সেন্স ট্যাগিং করার কথা উঠে আসে। রাদারফোর্ড এবং জিউ [২০০৭] -এর ভাবনা থেকেই পি.ডি.টি.বি. (PDTB) 2.0 ট্যাগিং করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ভাষার দুই প্রকার সন্দর্ভ সংযোজকের একটি হল এক্সপ্লিসিট ডিসকোর্স কানেক্টিভস বা প্রকট সন্দর্ভ সংযোজক।

২.১.২.১ প্রকট সন্দর্ভ সংযোজক

যখন সংযোজক বা কানেক্টিভ-গুলি মূর্ত থাকে অর্থাৎ দৃশ্যমান অবস্থায় থাকে এবং তার অর্থ প্রতিপাদন করে থাকে ব্যবহৃত উক্তিগুলির ঘটনাক্রমের বর্ণনার সাপেক্ষে তখন সেই প্রকার দৃশ্যমান সন্দর্ভ সংযোজক গুলিকে প্রকট সন্দর্ভ সংযোজক এক্সপ্লিসিট ডিসকোর্স কানেক্টিভ বলতে পারি।

১৭. ভাত$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ রুটি$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ খাই$_{\text{ক্রিয়া}}$।
ভাত আর রুটি খাই।

এখানে "আর" হল প্রকট সংযোজক।

২.১.২.২ প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক

যখন সংযোজক বা কানেক্টিভ-গুলি মূর্ত না থেকে উহ্য থাকে অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থায় থাকে এবং তার অর্থ প্রতিপাদন করে থাকে ব্যবহৃত উক্তিগুলির ঘটনাক্রমের বর্ণনার সাপেক্ষে তখন সেই প্রকার উহ্য বা অদৃশ্য সন্দর্ভ সংযোজক গুলিকে অদৃশ্য/ প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক বা ইমপ্লিসিট ডিসকোর্স কানেক্টিভ বলতে পারি।

১৮. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ ভাত$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ খাই$_{\text{ক্রিয়া}}$ //আর$_{\text{সংযোজক}}$// তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ রুটি$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ খাও$_{\text{ক্রিয়া}}$।
আমি ভাত খাই, তুমি রুটি খাও।

এখানে বিরতিচিহ্ন স্থানে "আর", "কিন্তু", "তবুও" সংযোজকগুলির যেকোন অর্থই প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তাই এই অনিশ্চিত সম্ভাব্য "আর", "কিন্তু", "তবুও" হল প্রচ্ছন্ন সংযোজক। (বি.দ্র. "//x$_{\text{সংযোজক}}$//" Implicit marking tradition from **PDTB 2.0**)

২.২ দৈনন্দিন ভাষায় সন্দর্ভ সংযোজক

সন্দর্ভ সংযোজকের ব্যবহার ও গুরুত্ব দৈনন্দিন ভাষায় যে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা ভাষায় সংযোজক বিভিন্ন ভাষিক স্তরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি হল - পদ সংযোগকারী সংযোজক, বাক্যখণ্ড সংযোগকারী সংযোজক এবং বাক্য সংযোগকারী সংযোজক।

২.২.১ পদ সংযোগকারী সংযোজক

যখন বাংলা ভাষায় দুই বা ততোধিক পদের মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বিশেষপ্রকার শব্দ সংযোগকারী উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন তাদের পদ সংযোগকারী সংযোজক বলা হয়। বাংলা ভাষায় এইপ্রকারের সংযোজকের ভূমিকা পালন করে থাকে:

ক. সংযোজক অব্যয়/ শব্দ

খ. বিরতিচিহ্ন/বিরতি

২.২.২ বাক্যখণ্ড সংযোগকারী সংযোজক

যখন বাংলা ভাষায় দুই বা ততোধিক বাক্যখণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বিভক্তি, শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ সংযোগকারী উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাদের বলা হয় বাক্যখণ্ড সংযোগকারী সংযোজক। লিখিত ও কথ্য বাংলা ভাষায় এই ব্যবহারের তারতম্য লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষায় এইপ্রকারের সংযোজকের ভূমিকা পালন করে থাকে:

ক. বিশেষ্যীভবনকারী বিভক্তি (Nominalized Suffix)

খ. অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি

গ. সংযোজক অব্যয়/ শব্দ

ঘ. সংযোজক শব্দগুচ্ছ

ঙ. বিরতিচিহ্ন /বিরতি

২.২.৩ বাক্য সংযোগকারী সংযোজক

বাংলা ভাষায় দুই বা ততোধিক বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য পদ সংযোগকারী সংযোজক ব্যবহার করা হয়। লিখিত ও কথ্য বাংলা ভাষায় এই ব্যবহারের তারতম্য লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষায় এইপ্রকারের সংযোজকের ভূমিকা পালন করে থাকে:

ক. সংযোজক অব্যয়/ শব্দ

খ. সংযোজক শব্দগুচ্ছ

গ. বিরতিচিহ্ন /বিরতি

২.৩ বাংলা সংযোজক: বিশিষ্টতা

বাংলা ভাষার নিজস্ব গঠন আছে আছে নিজস্ব বিশিষ্টতাযুক্ত প্রসঙ্গ যা অর্থ সঞ্জননে ও অর্থ বোধে সাহায্য করে থাকে। বাংলা সংযোজককে সাধারণভাবে বিভক্তি সংযুক্তিকরণের উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা -

(১) অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি = সাপেক্ষ সংযোজক (Conditional কানেক্টিভস)

(২) বিভক্তি হীন সংযোজক (Affixless কানেক্টিভস)

(৩) বিভক্তি যুক্ত সংযোজক (Affixing কানেক্টিভস)

(৪) দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত সংযোজক (Affixing Reduplicative কানেক্টিভস)

(৫) বিভক্তি যুক্ত প্রতি সংযোজক (Affixing correlative কানেক্টিভস)

(৬) দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত প্রতি সংযোজক (Affixing Reduplicative correlative কানেক্টিভস)

২.৩.১ অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি = সাপেক্ষ সংযোজক

বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি সাপেক্ষ সংযোজকের কাজ করে থাকে। চক্রবর্তী [২০১২: ১৩৫] বাংলা ভাষায় ক্রিয়াসমাহার আলোচনায় প্রাক্ ক্রিয়া হিসাবে একটি ভাগে অসমাপিকা ক্রিয়ার কথা বলেছেন। এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি প্রকার হল 'সাপেক্ষ সংযোজাত্মক' (Conditional

Conjunctive) বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়াটিকে সাপেক্ষ সংযোজাত্মক ক্রিয়া বলছেন। এখানে গোটা অসমাপিকা ক্রিয়াটিকে কোনভাবেই সংযোজক বলতে পারি না। এখানে যেটুকু সংযোজকের কাজ করছে সেটুকুকেই সংযোজক বলা যেতে পারে। তাই আমরা অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তিটিকেই সংযোজক বলতে চাই। উদাহরণের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি বলা যাক।

১৯. খেলে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ খাবো$_{\text{ক্রিয়া}}$

খেলে খাবো

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি সংযোজকের কাজ করছে। এখানে "যদি...তবে" শর্তাপেক্ষ সম্পর্ক তৈরী করেছে যেখানে দুটি বাক্যাংশের ভাবকে নির্দেশ করেছে। পোর্টম্যান্টু রূপিম (Portmanteau morpheme) এর নিয়ম অনুযায়ী বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তিকে কিছু ক্ষেত্রে পোর্টম্যান্টু রূপিম বলা যেতে পারে। যেমন এই ক্ষেত্রে, অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি এখানে একটির বেশি কাজ করেছে। অর্থাৎ - (১) ক্রিয়া বিভক্তি এবং (২) সংযোজকের কাজ করেছে।

২.৩.২ বিভক্তি হীন সংযোজক

বাংলা ভাষায় যেসব সংযোজক কথোপকথনে উঠে আসে তা কিছুসময়ে বিভক্তি ছাড়া ব্যবহৃত হয়, বলা ভাল এগুলিতে কোনভাবেই কোনপ্রকারের বিভক্তি সংযুক্ত করা সম্ভব হয় না। এগুলি অব্যয় পদের মধ্যে পড়ে। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী এগুলিকে সংযোজক অব্যয় বলা হয়ে থাকে। যেমন - ও, এবং, কিন্তু, তথাপি ইত্যাদি। এগুলিকে বিভক্তি হীন সংযোজক বলা যেতে পারে। উদাহরণে লক্ষ করা যাক।

২০. ভাত$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ এবং$_{\text{সংযোজক}}$ রুটি$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ খাই$_{\text{ক্রিয়া}}$।

ভাত এবং রুটি খাই।

২.৩.৩ বিভক্তি যুক্ত সংযোজক

বাংলা ভাষায় আর এক প্রকারের সংযোজক ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এগুলি অব্যয় নয়, তাই এগুলিতে বিভক্তি সংযুক্ত করা সম্ভব হয়। এগুলি প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী সেভাবে কোন প্রকারের পরিচিতি পায় নি। এগুলিকে বিভক্তি যুক্ত সংযোজক বলতে পারি। যেমন - আর, সে কারণে, সে জন্য, এই রকমভাবে, অন্যথায় ইত্যাদি।

২১. অন্যথায়$_{\text{সংযোজক}}$ আসতে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ বলতাম$_{\text{ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$।
অন্যথায় আসতে বলতাম না।

২.৩.৪ দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত সংযোজক

বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত সংযোজক দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিও অব্যয় নয়, তাই এগুলির সাথে বিভক্তি সংযুক্ত করা যায়। যেমন - যেমন যেমন, যা যা, যে যে, আগে আগে, কেমন কেমন, পরে পরে, যখন যখন ইত্যাদি। একটা নমুনা লক্ষ করা যাক।

২২. [পরে পরে]$_{\text{সংযোজক_বহুবচন}}$ কী$_{\text{সর্বনাম}}$ হয়$_{\text{ক্রিয়া}}$ দেখো$_{\text{ক্রিয়া}}$।
পরে পরে কী হয় দেখো।

২.৩.৫ বিভক্তি যুক্ত প্রতি সংযোজক

বাংলা ভাষায় আরও এক প্রকারের সংযোজক ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এগুলি অব্যয় নয়, তাই এগুলিতে বিভক্তি সংযুক্ত করা সম্ভব হয়। এগুলি যুগ্মভাবে বাক্যে অবস্থান করে থাকে, কখনো থাকে পাশাপাশি, কখনো বা থাকে বিভিন্ন দূরত্বে। এই প্রকারের সংযোজক গুলিকে বিভক্তি যুক্ত প্রতি সংযোজক (Affixing

correlative কানেক্টিভস) বলতে পারি। যেমন - যদি...তবেই, যখন...তখনই, যে কারণে...সে কারণেই, যেমনটা...তেমনটাই, যেমন...তেমনই ইত্যাদি।

২৩. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যেমনটা$_{\text{সংযোজক}}$ বলেছিলাম$_{\text{ক্রিয়া}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ তেমনটাই$_{\text{সংযোজক}}$ করেছো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

আমি যেমনটা বলেছিলাম তুমি তেমনটাই করেছো।

যেমন প্রদত্ত উদাহরণে "যেমনটা... তেমনটাই" দুটি খণ্ডবাক্যের সংযোগকারী উপাদান। এই ধরণের উপাদানে কখনো কখনো বিভক্তি যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে "তেমনটাই" অংশে উপাদানের গঠন হল - "তেমন$_{\text{সংযোজক}}$ + টা$_{\text{পদাশ্রিত_নির্দেশক}}$ + ই$_{\text{বিভক্তি.ওজস্বিক_কণিকা}}$"।

২.৩.৬ দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত প্রতি সংযোজক

বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত সংযোজক দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিও অব্যয় নয়, তাই এগুলির সাথে বিভক্তি সংযুক্ত করা যায়। যেমন - যখন যখনই...তখন তখনই, যেমন যেমন...তেমন তেমনই, যা যা... তা তাই, যেটা যেটা... সেটা সেটাই ইত্যাদি।

২৪. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ [যেমন যেমন]$_{\text{সংযোজক_বহুবচন}}$ বলেছিলাম$_{\text{ক্রিয়া}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ [তেমন তেমনই]$_{\text{সংযোজক_বহুবচন}}$ করেছো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

আমি যেমন যেমন বলেছিলাম তুমি তেমন তেমনই করেছো।

যেমন প্রদত্ত উদাহরণে "যেমন যেমন... তেমন তেমনই" দুটি খণ্ডবাক্যের সংযোগকারী উপাদান। এখানে "তেমনটা তেমনটাই" অংশে উপাদানের গঠন হল - "তেমন$_{\text{সংযোজক}}$ তেমন$_{\text{সংযোজক}}$ + ই$_{\text{বিভক্তি.ওজস্বিক_কণিকা}}$"।

২.৪ সন্দর্ভ সংযোজকে বহুর্থকতা

২.৪.১ বহুর্থকতার ধারণা

বহুর্থবোধকতা Term-টির বাংলা বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা হল দ্ব্যর্থতা। কিন্তু তা কেবলমাত্র দুটি অর্থকেই সাধারণভাবে বোঝায়। বাংলা ব্যকরণের প্রথা অনুযায়ী 'দ্বি' এবং 'বহু' আসলে একার্থেই ব্যবহৃত। কারণ একের বেশি বোঝাতে বচন অনুযায়ী 'বহু' পরিভাষাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ সংস্কৃত, হিন্দি, সাঁওতালি, ইত্যাদি ভাষা বিশেষে দ্বিবচন রয়েছে। সেখানে অর্থাৎ সেই ভাষাগুলিতে 'বহু' বলতে দুইয়ের অধিক বোঝায়। একাধিক মানে 'দ্বি' এবং 'বহু' উভয়কেই বোঝায়। আমরা এখানে একাধিক অর্থ বোঝাতে (দুইটি কিংবা তার বেশি) 'দ্ব্যর্থতা'-র বদলে 'বহুর্থকতা' পরিভাষাটাই ব্যবহার করব তাহলে বার বার দুইটি অর্থের ব্যাপারটির কথাপ্রসঙ্গ মাথাতে আসবে না।

বহুর্থবোধকতা সাধারণত সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে যখন একটি শব্দ দুটি বা ততোধিক সেন্স-এর প্রসঙ্গনির্ভর সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। অন্যান্য ভাষার প্রকট সংযোজকের মত বাংলা ভাষার প্রকট সংযোজকেরও বহুর্থবোধকতা প্রকৃতি লক্ষ করা যায়। বহুর্থবোধকতা-র বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝে নেবার জন্য প্রয়োজন বহুর্থবোধকতা-র বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতগুলিকে আলোচনা করা দরকার। আর এর সাপেক্ষেই আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয় বাংলা প্রকট সংযোজকের বহুর্থবোধকতা আলোচনা সার্থক ও সম্পূর্ণ হবে।

শব্দকোষ বা অভিধানে একটি শব্দের অর্থকে সূচিত করতে সংখ্যা ক্রম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেখানে একটি শব্দের বিভিন্ন কনটেক্সট বা প্রসঙ্গের সাপেক্ষে পরপর অর্থগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়। এই বহুর্থকতার সম্পর্কটিকেই সেন্স ইনিউমারেশান লেক্সিকন হাইপোথিসিস বলা হয়।

সেন্স ইনিউমারেশান লেক্সিকন হাইপোথিসিসএর ক্ষেত্রে প্রতিটি বহুর্থকতা বোধক পদের আলাদা আলাদা সেন্স-যুক্ত যেসব অর্থভূমিকা আলোচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম হলেন কার্জ (1972)। এর পরবর্তীকালে কগনিটিভ গ্রামার-এ যারা কাজ করেছেন তাঁরা হলেন ব্রুগম্যান (1988); ব্রুগম্যান এবং লেকফ (1988); লেকফ (1987)। এছাড়া মনোভাষাবিজ্ঞানে যারা কাজ করেছেন ফোরাকার মারফি (2012); ক্লেইন এবং মারফি (2001)। প্রতিটি সেন্স প্রকাশ-এর জন্য এক-একটি শব্দ বা লেক্সিক্যাল আইটেম।

এই মডেল-এর বেশ কিছু ত্রুটি ছিল যার জন্য বহুর্থকতা বোধক পদগুলোর / উক্তিখণ্ডগুলোর অর্থকে one to one correspondence -এর হিসাবে ফেলা যাচ্ছিল না : *প্রথমত,* অনেক পদের ক্ষেত্রে থাকে অসংখ্য সেন্স পৃথকত্ব। এভাবেই আসলে আমাদের মানসিক শব্দকোষ-এ প্রতিটি পদের entry-তে ধোঁয়াশা তৈরি হয়ে যায় তার profiling-এর সময়ে। *দ্বিতীয়ত,* বহুর্থবোধকতা হল আসলে pervasive বা পরিব্যাপক। বহুর্থবোধকতা-র এই পরিব্যাপন বা pervasiveness আসলে অর্থের proximation-কে মদত দিয়ে থাকে। অর্থাৎ তখন কোন একটা সাধারণ উক্তিরও আসলে বহুর্থবোধক ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়।

২.৪.২ সন্দর্ভ সংযোজকে বহুর্থকতার অনুসন্ধান

বহুর্থকতা থাকে শব্দকোষে। যেমন – (১) শব্দ = বিভক্তিহীন পদ আবার (২) শব্দ = কোলাহল, কলরব, আওয়াজ, Sound। আর বহুর্থকতা থাকে ভাষিক গঠনে। ধরা যাক, old man and woman পদগুচ্ছটিতে আসলে দুটি সম্ভাবনাময় অর্থ প্রতিপাদন করতে সক্ষন ওই পদগুচ্ছের সংগঠনটি। এগুলি হল – (ক) বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা, (খ) বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধ মহিলা। এখানে বলার কথা হল এই যে, বিশেষণটির সাংগঠনিক পরিধি কতটুকু অর্থাৎ scope of adjective in structure-কেই বোঝাচ্ছে। আর বহুর্থকতা থাকে ভাষিক ফাংশানে এবং সবথেকে বেশি করে থাকে ভাষিক প্রয়োগে। অর্থাৎ, ভাষার প্রয়োগেই হল বহুর্থকতা-র বিস্তীর্ণ লীলাভূমি। আর প্রয়োগেই আছে এই বহুর্থকতা-র বহুর্থকতা নিরসনের উপায়। যাইহোক আমরা এখন আলোচনা করব সন্দর্ভের মধ্যে সংযোজক কিভাবে সংলগ্নতা এবং সংযোগ ফাংশান হিসাবে কাজ করে থাকে। সংলগ্নতা (Coherence) এবং সংযোগ (Cohesion) আসলে ভাষার বিশেষ দুই ফাংশান যার দ্বারা বক্তাগণ ও শ্রোতাগণ আসলে তাদের উদ্দিষ্ট বিষয়সমূহকে স্পষ্টভাবে বলতে, বুঝতে ও বোঝাতে সক্ষম হয়ে থাকেন।

২.৫ সন্দর্ভ সংযোজকের ব্যবহারে সংলগ্নতা এবং সংযোগ

উক্তিতে একটা এককের সাথে অন্য একক যখন ব্যবহৃত হয়, তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে দুই একক মধ্যকালীন সংযোগকারী উপাদানের, যা, আগের উক্তি এককের সাথে পরের উক্তি এককের অর্থগত

সম্পর্কের একটা অদৃশ্য রেখা সৃষ্টি করে থাকে, ঠিক যেন মালা গাঁথায় সূত্র ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই সূতোর মত সংযোগকারী উপাদানের পরম্পরাকে বলা হয় সংলগ্নতা (Coherence)। এই পরিস্থিতি পরিবেশ তৈরি হয়ে যে আভ্যন্তরীণ একটা উক্তি পরম্পরার বৃহৎ একক বা অনুচ্ছেদ তৈরি করে থাকে সংযোজক সেই পরিস্থিতিকে বলা হয় সংযোগ (Cohesion)।

২.৬ বহুর্থকতার নমুনা: বাংলা সন্দর্ভ সংযোজক

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রকট সংযোজকগুলির বহুর্থকতা একটু লক্ষ করব। বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

২৫. চমস্কি$_{\text{বিশেষ্য}}$ অনুযায়ী$_{\text{সংযোজক}}$ পদগুচ্ছের$_{\text{বিশেষ্য,সম্বন্ধ_পদ}}$ সংগঠন$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ বাংলা$_{\text{বিশেষণ}}$ গবেষণাতেও$_{\text{বিশেষ্য,অধিকরণ,ওজস্বিক_কণিকা}}$ উঠে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ এল$_{\text{ক্রিয়া}}$।
চমস্কি অনুযায়ী পদগুচ্ছের সংগঠন বাংলা গবেষণাতেও উঠে এল।

'অনুযায়ী' সংযোজকটি এখানে বাক্যের কর্তার ঠিক পরেই অবস্থান করছে। কিন্তু ওই একটি পদই 'চমস্কি' এই বাক্যে 'চমস্কি পদগুচ্ছের সংগঠন বিষয়ক গবেষণা করেছেন' এইপ্রকার একটি ধারণা দিচ্ছে আর এই ধারণার চাবিকাঠি আছে এই পদ পরবর্তী সংযোজক 'অনুসারে' পদের ব্যবহারের মধ্যে।

২৬. চমস্কি$_{\text{বিশেষ্য}}$ অনুসারে$_{\text{সংযোজক}}$ পদগুচ্ছের$_{\text{বিশেষ্য,সম্বন্ধ_পদ}}$ সংগঠন$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ বাংলা$_{\text{বিশেষণ}}$ গবেষণাতেও$_{\text{বিশেষ্য,অধিকরণ,ওজস্বিক_কণিকা}}$ উঠে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ এল$_{\text{ক্রিয়া}}$।
চমস্কি অনুসারে পদগুচ্ছের সংগঠন বাংলা গবেষণাতেও উঠে এল।

'অনুসারে' সংযোজকটি এখানে বাক্যের কর্তার ঠিক পরেই অবস্থান করছে। কিন্তু ওই একটি পদই 'চমস্কি' এই বাক্যে 'চমস্কি পদগুচ্ছের সংগঠন বিষয়ক গবেষণা করেছেন' এইপ্রকার একটি ধারণা দিচ্ছে আর এই ধারণার চাবিকাঠি আছে এই পদ পরবর্তী সংযোজক 'অনুসারে' পদের ব্যবহারের মধ্যে।

২৭. চমস্কির$_{\text{বিশেষ্য,সম্বন্ধ_পদ}}$ মতানুসারে$_{\text{সংযোজক}}$ পদগুচ্ছের$_{\text{বিশেষ্য,সম্বন্ধ_পদ}}$ সংগঠন$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ বাংলা$_{\text{বিশেষণ}}$ গবেষণাতেও$_{\text{বিশেষ্য,অধিকরণ,ওজস্বিক_কণিকা}}$ উঠে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ এল$_{\text{ক্রিয়া}}$।

চমস্কির মতানুসারে পদগুচ্ছের সংগঠন বাংলা গবেষণাতেও উঠে এল।

'মতানুসারে' সংযোজকটি এখানে বাক্যের প্রথমে অবস্থিত পদের ঠিক পরেই অবস্থান করছে। কিন্তু ওই একটি পদই 'চমস্কি' এই বাক্যে 'চমস্কি পদগুচ্ছের সংগঠন বিষয়ক গবেষণা করেছেন' এইপ্রকার একটি ধারণা দিচ্ছে আর এই ধারণার চাবিকাঠি আছে এই পদ পরবর্তী সংযোজক 'অনুসারে' পদের ব্যবহারের মধ্যে।

২৮. চমস্কিয়$_{\text{বিশেষণ}}$ ধরনে$_{\text{সংযোজক}}$ পদগুচ্ছের$_{\text{বিশেষ্য,সম্বন্ধ_পদ}}$ সংগঠন$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ বাংলা$_{\text{বিশেষণ}}$ গবেষণাতেও$_{\text{বিশেষ্য,অধিকরণ,ওজস্বিক_কণিকা}}$ উঠে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ এল$_{\text{ক্রিয়া}}$।

চমস্কিয় ধরনে পদগুচ্ছের সংগঠন বাংলা গবেষণাতেও উঠে এল।

'ধরনে' সংযোজকটি এখানে বাক্যের প্রথমে অবস্থিত পদের ঠিক পরেই অবস্থান করছে। কিন্তু ওই একটি পদই 'চমস্কি' এই বাক্যে 'চমস্কি পদগুচ্ছের সংগঠন বিষয়ক গবেষণা করেছেন' এইপ্রকার একটি ধারণা দিচ্ছে আর এই ধারণার চাবিকাঠি আছে এই পদ পরবর্তী সংযোজক 'অনুসারে' পদের ব্যবহারের মধ্যে।

২৯. *চমস্কি$_{\text{বিশেষ্য}}$ তদনুসারে$_{\text{সংযোজক}}$ পদগুচ্ছের$_{\text{বিশেষ্য,সম্বন্ধ_পদ}}$ সংগঠন$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ বাংলা$_{\text{বিশেষণ}}$ গবেষণাতেও$_{\text{বিশেষ্য,অধিকরণ,ওজস্বিক_কণিকা}}$ উঠে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ এল$_{\text{ক্রিয়া}}$।

*চমস্কি তদনুসারে পদগুচ্ছের সংগঠন বাংলা গবেষণাতেও উঠে এল।

'তদনুসারে' সংযোজকটি এখানে বাক্যের প্রথমে অবস্থিত পদের ঠিক পরেই অবস্থান করছে। তাই এই বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে অচল হয়েছে।

৩০. ... তদনুসারে$_{\text{সংযোজক}}$ পদগুচ্ছের$_{\text{বিশেষ্য.সম্বন্ধ_পদ}}$ সংগঠন$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ বাংলা$_{\text{বিশেষণ}}$ গবেষণাতেও$_{\text{বিশেষ্য.অধিকরণ.ওজস্বিক_কণিকা}}$ উঠে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ এল$_{\text{ক্রিয়া}}$।

... তদনুসারে পদগুচ্ছের সংগঠন বাংলা গবেষণাতেও উঠে এল।

'তদনুসারে' সংযোজকটি এখানে বাক্যের প্রথমে অবস্থান করছে। তাই এই বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে অচল হয়নি। ওই একটি পদই 'তদনুসারে' এই বাক্যে 'কেউ একজন পদগুচ্ছের সংগঠন বিষয়ক গবেষণা করেছেন' এইপ্রকার একটি ধারণা দিচ্ছে আর এই ধারণার চাবিকাঠি আছে এই পদ পরবর্তী সংযোজক 'অনুসারে' পদের ব্যবহারের মধ্যে।

৩১. চমস্কির$_{\text{বিশেষ্য.সম্বন্ধ_পদ}}$ মতানুযায়ী$_{\text{সংযোজক}}$ পদগুচ্ছের$_{\text{বিশেষ্য.সম্বন্ধ_পদ}}$ সংগঠন$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ বাংলা$_{\text{বিশেষণ}}$ গবেষণাতেও$_{\text{বিশেষ্য.অধিকরণ.ওজস্বিক_কণিকা}}$ উঠে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ এল$_{\text{ক্রিয়া}}$।

চমস্কির মতানুযায়ী পদগুচ্ছের সংগঠন বাংলা গবেষণাতেও উঠে এল।

'মতানুযায়ী' সংযোজকটি এখানে বাক্যের প্রথমে অবস্থিত পদের ঠিক পরেই অবস্থান করছে। কিন্তু ওই একটি পদই 'চমস্কি' এই বাক্যে 'চমস্কি পদগুচ্ছের সংগঠন বিষয়ক গবেষণা করেছেন' এইপ্রকার একটি ধারণা দিচ্ছে আর এই ধারণার চাবিকাঠি আছে এই পদ পরবর্তী সংযোজক 'অনুসারে' পদের ব্যবহারের মধ্যে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদাহরণ সংখ্যা ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০ -এ বহুর্থকতাযুক্ত সংযোজকের প্রয়োগে একই ধরণের প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করেছে। আর এভাবেই একই রকমের সমতূল্যার্থক অর্থ প্রতিপাদনকারী সংযোজকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগে বহুর্থকতার মতো জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের প্রায় সমতূল্যার্থক অর্থবোধক সংযোজক এর একটা তালিকা ***'পরিশিষ্ট - খ'*** -তে রাখা হয়েছে। সেখানে একটি অর্থকে মূল ধরে অন্যান্যগুলিকে বিকল্প অর্থ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর এই বিকল্প অর্থগুলি ১,২,৩,৪... n হিসাবে সংখ্যায়িত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
কথ্য বাংলা সন্দর্ভ সংযোজক: বহুর্থকতা নিরসন

৩.০ বহুর্থকতা নিরসন: সাধারণ ধারণা

প্রতিটি শব্দ কথোপকথনে ব্যবহারের সময় প্রসঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়। একই শব্দ-শরীর থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন পদের সাপেক্ষে ওই সাদৃশ্যরূপী শব্দটির বহুর্থকতা সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে ঐ প্রসঙ্গ থাকে কথোপকথনের এককের মজ্জায়। ফলে তা সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে মনে হয় একই শব্দের অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। এই বহুর্থক ভাবনা পরিগণকীয় ভাষাবিজ্ঞানের শাখায় বহুর্থকতা নিরসন বা ওয়ার্ড সেন্স ডিজ্যাম্বিগুয়েশন (word sense disambiguation)-এর জন্ম দিয়েছে।

৩.১ সন্দর্ভ সংযোজকের বহুর্থকতা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা

প্রকট সংযোজকের বহুর্থকতা নিরসন যেসব শাখার সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত সেগুলি হল - কগনিটিভ ভাষাবিজ্ঞান, আকরণবাদী অন্বয়তত্ত্ব (Formal Syntax), আকরণবাদী অর্থতত্ত্ব (formal semantics), অন্বয়তত্ত্ব (syntax), অর্থতত্ত্ব (semantics), প্রয়োগ ভাষাবিজ্ঞান (pragmatics), কায়া ভাষাবিজ্ঞান (corpus linguistics), পরিগণকীয় ভাষাবিজ্ঞান (computational linguistics), সম্ভাব্য ভাষাবিজ্ঞান (probabilistic semantics), কায়া টিপ্পনীকরণ (corpus annotation), ডব্লিউ.এস.ডি. (wsd), রোবটিক্স, মেশিন ট্রানস্লেশন এবং সি.এ.এল.টি.। পরিগণকীয় ভাষাতত্ত্বে, শব্দবিজ্ঞান বিতর্ক ডব্লিউ.এস.ডি. (wsd) প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (Natural Language Processing) এখনও সমাধানের অতীত। যখন বাক্যে ব্যবহৃত একাধিক অর্থযুক্ত পদগুলির অথবা বলা ভাল উক্তিখণ্ডগুলির অর্থগত একক পরিচিতিকরণে সমস্যার জটিলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন ডব্লিউএসডি (wsd) পদের সেন্স-কে (অর্থ) বোঝায় (অর্থাৎ meaning বা অর্থ) বিশেষভাবে অর্থবোধগম্যতায় সহায়ক হয়ে থাকে। মানুষের মস্তিষ্ক "পদের অর্থের বোধগম্যতা" (Word sense Interpretation) নির্ণয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিপুণভাবে কাজ করে থাকে। বাংলাভাষায় প্রকট সংযোজকগুলি বহুর্থবোধকতা তৈরি করে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আর এগুলির জন্যই ব্যবহারিক ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ করে পরিগণকীয় ভাষাবিজ্ঞানে (computational linguistics), গাণিতিক

ভাষাবিজ্ঞানে (mathematical linguistics), এবং কায়া ভাষাবিজ্ঞানে (corpus linguistics), বাংলা ভাষা পদ্ধতিকরণ করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক। ambiguation অর্থাৎ দ্ব্যর্থকতা বা বহুর্থকতা আসলে কী তা এখন আলোচনার বিষয় আর তা কিভাবে প্রকট সংযোজকগুলি ambiguation তৈরি করে তাও দেখে নেওয়া দরকার।

মানবমস্তিষ্ক ডব্লিউএসডি (wsd) -এর ক্ষেত্রে ভালভাবে সক্ষম, কারণ মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশেই ও গঠনেই এর স্বাভাবিক ক্ষমতা যুক্ত থাকে। কিন্তু মেশিনের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা আসলে programing দ্বারা করাতে হয়। আর সেই ক্ষেত্রে যতগুলি সম্ভব সেন্সকে উপযুক্ত ম্যাপিং (mapping) দরকারি হয়ে পরে। এখনও এই সেন্স নির্ধারণ কম্পিউটারের কাছে চ্যালেঞ্জের। এইসব কাজে সাহায্য করে সম্ভাব্যতা তত্ত্বও (probability theory) যা ওয়ার্ড সেন্সকে একটার সাথে আর একটার দূরত্ব, সম্পর্ক, বিকল্প ও সহাবস্থানকে নির্ধারণ করে থাকে। আর এক্ষেত্রে দুটি জিনিস জরুরি, তা হল শব্দকোষ বা অভিধান এবং উদ্দিষ্ট ভাষাসাপেক্ষিক কায়া (corpus)। যেখানে ঐ অভিধানে থাকবে সেন্স বিনির্দিষ্টিকরণ এবং running text থেকে কনটেক্সট (context) অনুযায়ী সেন্সকে ম্যাপিং (mapping) করার সহযোগী সূত্র। পি.ও.এস. ট্যাগিং (POS Tagging) এর সাথে সাথে সেন্স ট্যাগিং করাটাও জরুরি। আর সেভাবেই ডব্লিউএসডি (wsd) যেকোনো ভাষার সাপেক্ষে করা সম্ভব।

৩.২ সংযুক্তি থেকে প্রসঙ্গ-তে সঞ্চরণের প্রয়োজনীয়তা

সবসময়েই সংযোজক আসলে একক পরিমাণ ‘সেন্স’ (সেন্স) নির্দেশক অর্থাৎ এগুলি একক কিংবা শব্দগুচ্ছ যেভাবেই উক্তিতে বসুক না কেন সেখানে এগুলি একটি মাত্র সেন্সকেই নির্দেশ করবে। কখনো উক্তির জটিলতা বাড়িয়ে কিংবা বিশেষ কিছুকে বিশেষমাত্রা দিতে গিয়ে অথবা কোথায় একটু বাঁক সৃষ্টি করে নেবার তাগিদে অনেকগুলি সন্দর্ভ সংযোজক একত্রে ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে। তখন সন্দর্ভ সংযোজকগুলির একাধিক সেন্সকে একটি composition বা সংযুক্তির মত করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তখন এগুলির রৈখিক বিন্যাস হয়ে থাকে নিম্নরূপ -

৩২. সন্দর্ভ সংযোজক$_১$ + সন্দর্ভ সংযোজক$_২$ + সন্দর্ভ সংযোজক$_৩$ ... + সন্দর্ভ সংযোজক$_n$।

আর ঠিক তখন সেন্সগুলির বিন্যাস হয়ে থাকে এরই সমান্তরালে -

৩৩. সেন্স$_১$ +সেন্স$_২$ + সেন্স$_৩$ ... + সেন্স$_n$।

আর এই সময়েই তৈরি হয় জটিলতা। কোন সেন্স এর আগে আর কোন সেন্স এর পরে অর্থবোধ সংযুক্তি হবে উক্তিখণ্ডের সাথে। আর সমগ্র উক্তিখণ্ডের সামগ্রিক অর্থবোধ সঞ্জনন হবে কিভাবে।
যেমন - "যদি এবং যখন ...", "আর এর পাশাপাশি ...", "যদি তখন ...", ইত্যাদি।

কিন্তু সব সময়ে compositionality-র সূত্র বা নিয়ম মেনেই যে অর্থ তথা সেন্স নির্মাণ হয় কিংবা সঞ্জনন হয় তা বলা যাবে না। কারণ সেখানে কনটেক্সট (context) খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। বর্তমান গবেষণায় আমরা এই কনটেক্সট (context) কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং তা ডব্লিউ.এস.ডি. (wsd)-র সহায়ক হয় তাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

compositionality আসলে semantics-এর অর্থবোধ সঞ্জনন বা meaning generation এর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলে স্বীকৃত। তথাপি এই উপায় সবক্ষেত্রে কার্যকরী হয়না। যখন কনটেক্সট যুক্ত হয়ে পরে। বিশেষ করে সন্দর্ভের স্তরে ঘটে এই বিপত্তি। তথাকথিত compositionality principle দিয়ে আসলে তখন আর অর্থকে define বা নির্দিষ্ট করা যায় না। কারণ অর্থ আর সেন্স এর মধ্যেকার যে তফাৎ তা-ই আসলে compositionality principle থেকে দূরে নিয়ে যায়। কারণ এর সাহায্যে meaning খানিকটা Disambiguate করা গেলেও সেন্স করা প্রায় অসম্ভব। যদিও সেন্স আসলে অর্থেরই একটা স্তর। তথাপি বলা চলে একই স্তর নয়।

৩.৩ প্রসঙ্গ নির্ধারণ-ই সন্দর্ভ সংযোজকের বহুর্থকতা নিরসনের মডেল বা আদর্শ উপায়

সংযোজক দুটি অর্থকে নির্ধারিত করে থাকে, তা হল - প্রথমত, সন্দর্ভ-১ এবং সন্দর্ভ-২ এর মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্ক থাকবে। আর দ্বিতীয়ত, সন্দর্ভ-১ এবং সন্দর্ভ-২ এর মধ্যে ঘটনাকালগত পরম্পরার সম্পর্ক থাকবে। প্রতিটি সংযোজকের ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার বিষয় ঠিক কীভাবে প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় তা গবেষণামূলক বিচার বিশ্লেষণ তা-ই আমাদের এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

৩.৪ প্রসঙ্গ নির্ধারণে প্রস্তাবিত কাঠামো: সংযোজকের সূক্ষ্মতর শ্রেণিকরণ

কোন বক্তা সে আপন মনেই হোক আর অন্য কোন একজন বা একাধিক জনের সাথে আলাপচারিতায় হোক একটার পর একটা উক্তি উচ্চারণ করতে থাকে। এই সব উক্তিগুলি একটার সাথে অন্যটা সম্পর্কিত। আর এই সম্পর্কসূত্র সৃষ্টিকারী উক্তিখণ্ড-গুলি আসলে সংযোজক। প্রথমে ভাষাবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী সংযোজকের অবস্থান দেখানো হল। রেখাচিত্রে বিষয়টি দেখা যাক।

রেখাচিত্র-১: ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বাংলা সংযোজক

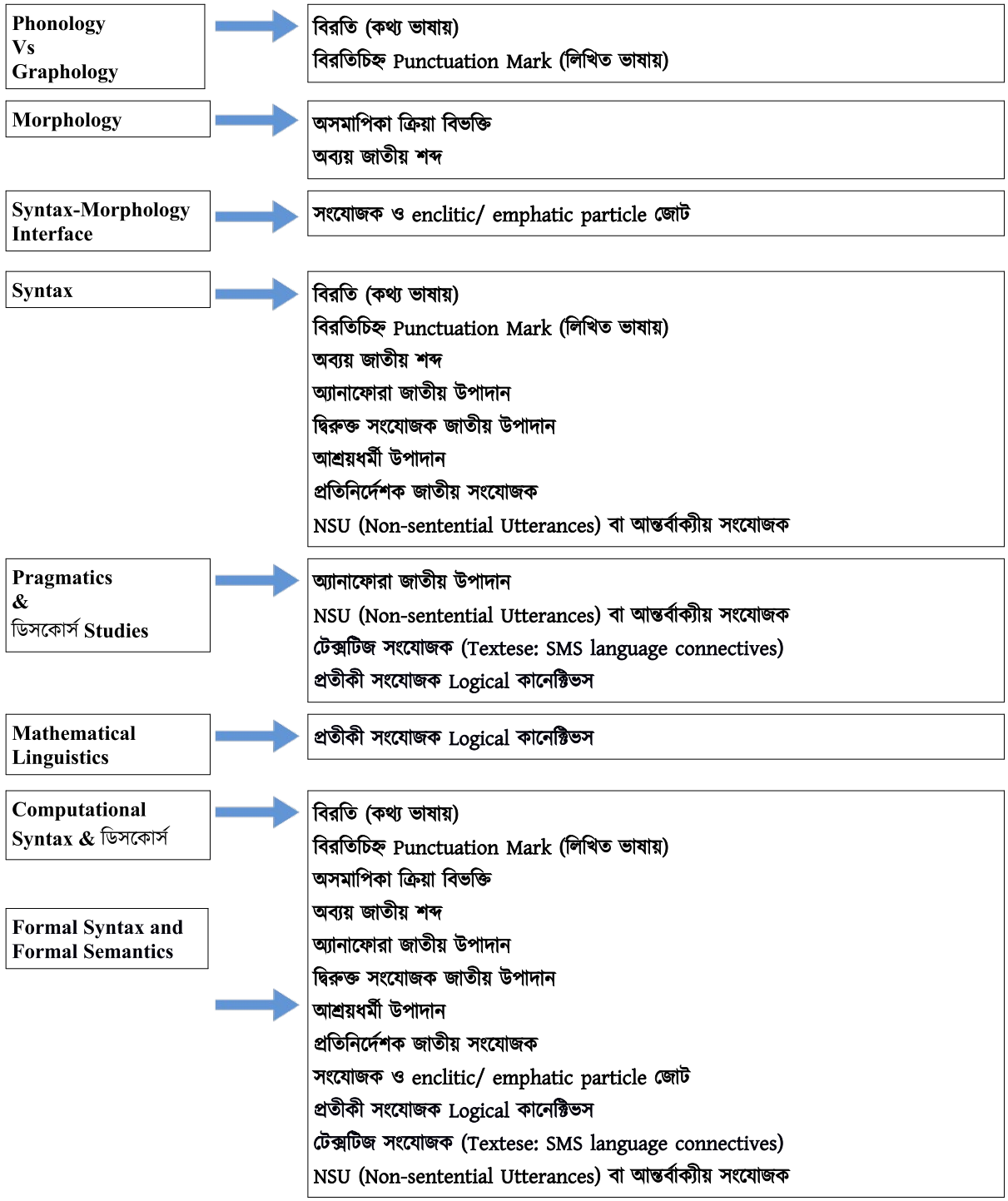

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সংযোজক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনের উপাদান।

বাংলা প্রকট সংযোজকের পাঁচটি মুখ্য শ্রেণি (category) ও এই পাঁচটি মুখ্য শ্রেণির অবর শ্রেণি (subcategory) হিসাবে মোট তেরোটি অবর শ্রেণি পাওয়া সম্ভব।

প্রকট সংযোজকের এই পাঁচটি মুখ্য শ্রেণি হল -

ক) অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি সংযোজক

খ) সংযোগমূলক সংযোজক

গ) আশ্রয়মূলক সংযোজক

ঘ) আন্তর্বাক্যীয় সংযোজক

ঙ) বিরতিচিহ্ন সংযোজক ইত্যাদি।

প্রকট সংযোজকের পাঁচটি মুখ্য শ্রেণির মোট তেরোটি অবর শ্রেণি হল -

৩.৪.১ বিভক্তি অব্যয় প্রকাশক

৩.৪.২ বিভক্তি NSU প্রকাশক

৩.৪.৩ অব্যয় সংযোজক

৩.৪.৪ অব্যয় সংযোজক NSU প্রকাশক

৩.৪.৫ শর্ত প্রকাশক সংযোজক

৩.৪.৬ শর্ত প্রকাশক প্রতি সংযোজক

৩.৪.৭ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (ব্যক্তি/ বস্তু)

৩.৪.৮ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (সময়)

৩.৪.৯ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (স্থান)

৩.৪.১০ আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রকাশক

৩.৪.১১ আন্তর্বাক্যীয় অনির্দিষ্টতা প্রকাশক

৩.৪.১২ আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নঞর্থকতা প্রকাশক

৩.৪.১৩ আন্তর্বাক্যীয় আংশিক নঞর্থকতা প্রকাশক

এখন এই অবর শ্রেণিগুলির সাপেক্ষে প্রতিটির সংক্ষেপে পরিচিতি দেওয়া যাক।

৩.৪.১ বিভক্তি অব্যয় প্রকাশক

কিছু অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি অব্যয় পদ এর অর্থ প্রদান করে থাকে। এই প্রকার বিভক্তি সংযোজককে বিভক্তি অব্যয় প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন: -এ = এবং।

৩৪. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ এসে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ দেখিলাম$_{\text{ক্রিয়া}}$।
আমি এসে দেখিলাম।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার সংযোজাত্মক অর্থ হল - এবং। আর তার ফলে বাক্যটির অর্থ হবে আমি আসিলাম এবং দেখিলাম। “Graph theoretic interpretation of Bangla traditional grammar” অনুযায়ী সংযোজক-এর সংগঠনগত কাঠামো বিশ্লেষণ করবো। [Karmakar, Banerjee & Ghosh: 2016]

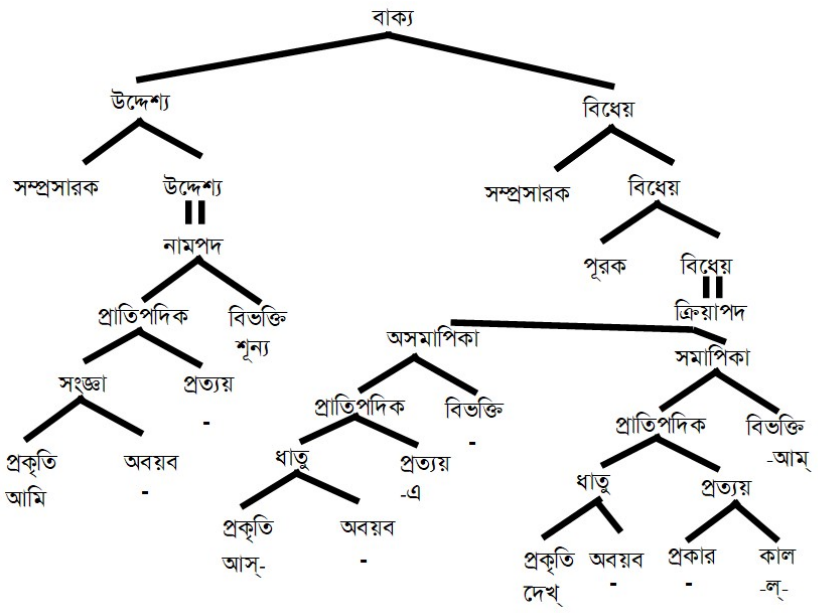

রেখাচিত্র: ২

৩.৪.২ বিভক্তি NSU প্রকাশক

কিছু অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি NSU প্রকাশক সংযোজক পদ এর অর্থ প্রদান করে থাকে। এই প্রকার বিভক্তি সংযোজককে বিভক্তি NSU প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন: এ = এবং তারপর।

৩৫. ভাত$_{\text{বিশেষ্য_কর্মকারক}}$ খেয়ে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ বাড়ি$_{\text{বিশেষ্য_কর্মকারক}}$ ফিরো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরো।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - এবং তারপর। অর্থাৎ এই বাক্যটির অর্থ হল ‘তুমি ভাত খাবে এবং তারপর বাড়ি ফিরবে’।

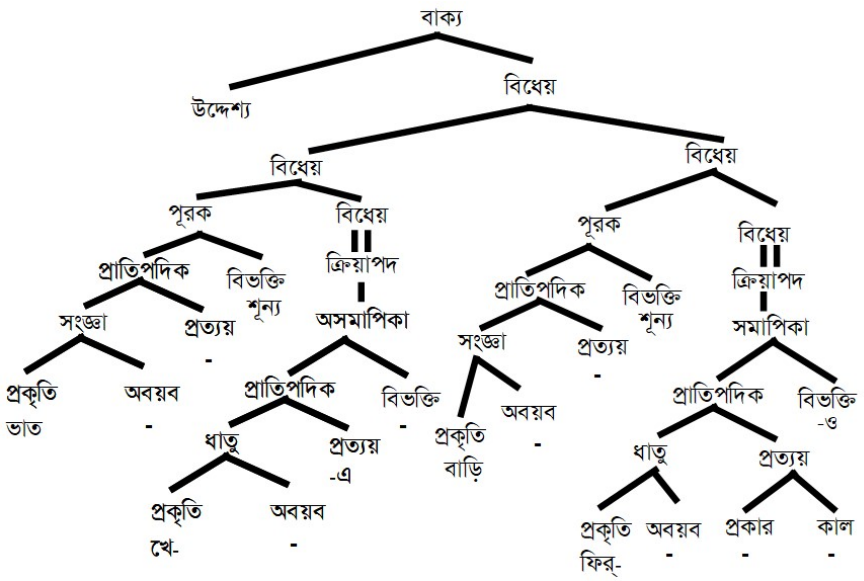

রেখাচিত্র: ৩

কিছু অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি NSU নিশ্চয়তা প্রকাশক সংযোজক পদ এর অর্থ প্রদান করে থাকে। এই প্রকার বিভক্তি সংযোজককে বিভক্তি NSU নিশ্চয়তা প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন: -এ-ই = এবং তারপরই।

৩৬. ভাত$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ খেয়েই$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ বাড়ি$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ ফিরো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

ভাত খেয়েই বাড়ি ফিরো।

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার আশ্রয়মূলক অর্থ হল - এবং তারপরই। অর্থাৎ এই বাক্যটির অর্থ হল 'তুমি ভাত খাবে এবং তারপরই বাড়ি ফিরবে'।

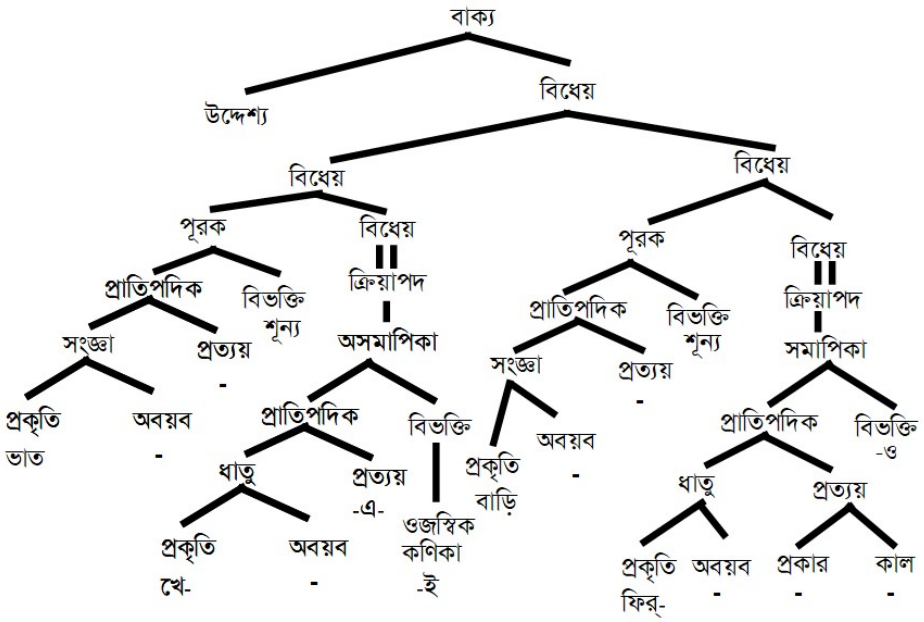

রেখাচিত্র: ৪

৩.৪.৩ অব্যয় সংযোজক

প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী যেগুলি সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয় সেই সংযোজকগুলি এই শ্রেণিতে পড়বে। যেমন:

৩৭. ভাত$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ খেও$_{\text{ক্রিয়া}}$ এবং$_{\text{সংযোজক}}$ বাড়ি$_{\text{বিশেষ্য,কর্মকারক}}$ ফিরো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

ভাত খেও এবং বাড়ি ফিরো।

এখানে ‘এবং’ হল অব্যয়।

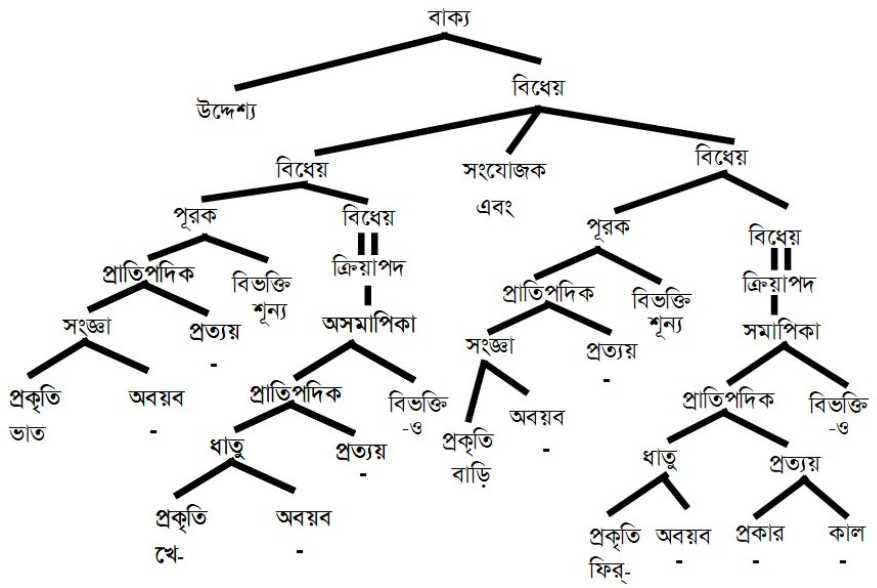

রেখাচিত্র: ৫

৩.৪.৪ অব্যয় সংযোজক NSU প্রকাশক

কিছু অব্যয় পদ NSU প্রকাশক সংযোজক পদ এর অর্থ প্রদান করে থাকে। এই প্রকার বিভক্তি সংযোজককে NSU প্রকাশক অব্যয় সংযোজক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন:

৩৮. ভাত$_{\text{বিশেষ্য_কর্মকারক}}$ খেও$_{\text{ক্রিয়া}}$। আর$_{\text{সংযোজক}}$ বাড়ি$_{\text{বিশেষ্য_কর্মকারক}}$ ফিরো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

ভাত খেও। আর বাড়ি ফিরো।

এখানে ‘আর’ হল অব্যয় কিন্তু আন্তর্বাক্যিক বা NSU প্রকাশক সংযোজক হয়েছে। সন্দর্ভ-১ ‘ভাত খাওয়া’ এবং সন্দর্ভ-২ ‘বাড়ি ফেরা’-র মধ্যে একটা আন্তর্বাক্যিক ঘটনাকালগত পরম্পরা তৈরি করছে।

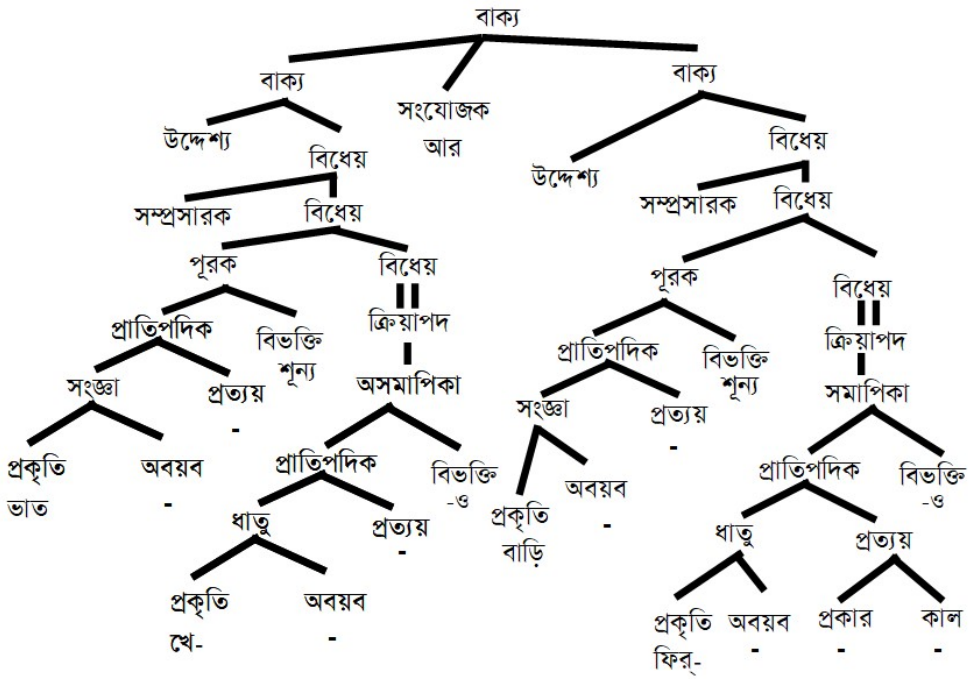

রেখাচিত্র: ৬

৩.৪.৫ শর্ত প্রকাশক সংযোজক

সাধারণভাবে যেসব উপাদান শর্ত প্রকাশ করে থাকে তাদের শর্ত প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী এগুলি আশ্রয়মূলক উপাদান বলে পরিচিত। যেমন:

৩৯. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ যেমন$_{\text{সর্বনাম}}$ বলেছিলাম$_{\text{ক্রিয়া}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ করেছো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

আমি যেমন বলেছিলাম তুমি করেছো।

এখানে ‘যেমন’ শর্ত প্রকাশ করছে। সন্দর্ভ-১ ‘আমার বলা’ এবং সন্দর্ভ-২ ‘তোমার করা’-র মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্ক এবং ঘটনাকালগত পরম্পরা আছে।

৩.৪.৬ শর্ত প্রকাশক প্রতি সংযোজক

সাধারণভাবে যেসব উপাদান শর্ত প্রকাশ করে থাকে তাদের শর্ত প্রকাশক প্রতি সংযোজক বলা যেতে পারে। প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী এগুলি আশ্রয়মূলক উপাদান বলে পরিচিত। যেমন:

৪০. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যেমন$_{\text{সর্বনাম}}$ বলেছিলাম$_{\text{ক্রিয়া}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ তেমন$_{\text{সর্বনাম}}$ করেছো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

আমি যেমন বলেছিলাম তুমি তেমন করেছো।

এখানে 'যেমন...তেমন' শর্ত প্রকাশ করছে। সন্দর্ভ-১ 'আমার বলা' এবং সন্দর্ভ-২ 'তোমার করা'-র মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্ক এবং ঘটনাকালগত পরম্পরা আছে।

৩.৪.৭ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (ব্যক্তি/ বস্তু)

ব্যক্তি/ বস্তু বাচক যেসব সর্বনামীয় উপাদান বাক্যে সংযোজক শর্ত প্রকাশ করে থাকে তাদের ব্যক্তি/ বস্তু বাচক শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক বলা যেতে পারে। সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুযায়ী এগুলি অ্যানাফোরা বলে পরিচিত। যেমন:

৪১. যে$_{\text{সর্বনাম}}$ লোকটা$_{\text{বিশেষ্য}}$ স্টেশনে$_{\text{বিশেষ্য.অধিকরণ_কারক}}$ ছিল$_{\text{ক্রিয়া}}$ সে$_{\text{সর্বনাম}}$ আসবে$_{\text{ক্রিয়া}}$।

যে লোকটা স্টেশনে ছিল সে আসবে।

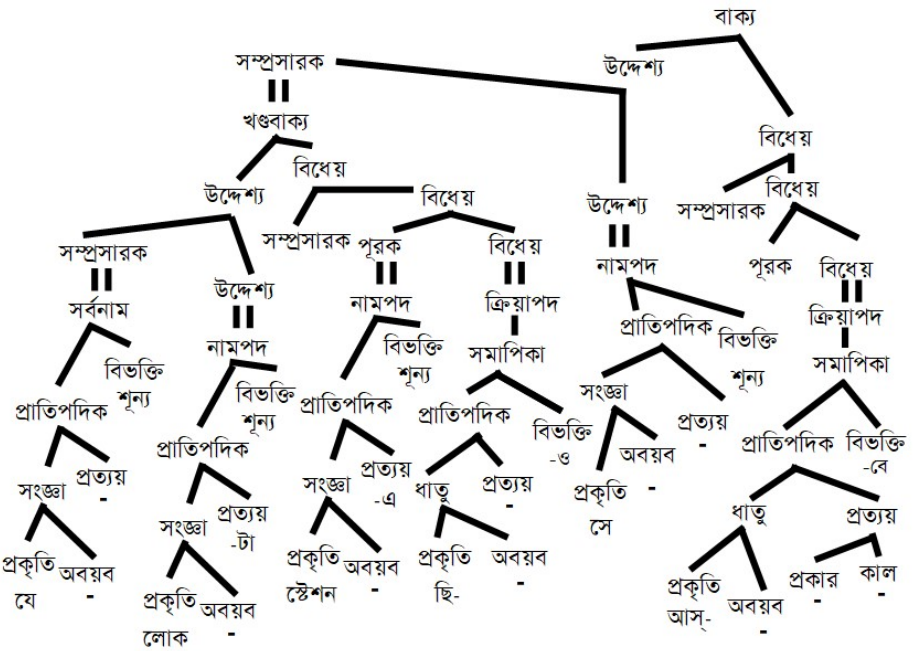

রেখাচিত্র: ৭

৩.৪.৮ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (সময়)

সময় বাচক যেসব সর্বনামীয় উপাদান বাক্যে সংযোজক শর্ত প্রকাশ করে থাকে তাদের সময় বাচক শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক বলা যেতে পারে। সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুযায়ী এগুলি অ্যানাফোরা বলে পরিচিত। যেমন:

৪২. যখন$_{\text{সর্বনাম}}$ বলেছি$_{\text{ক্রিয়া}}$ তখন$_{\text{সর্বনাম}}$ করেছো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

যখন বলেছি তখন করেছো।

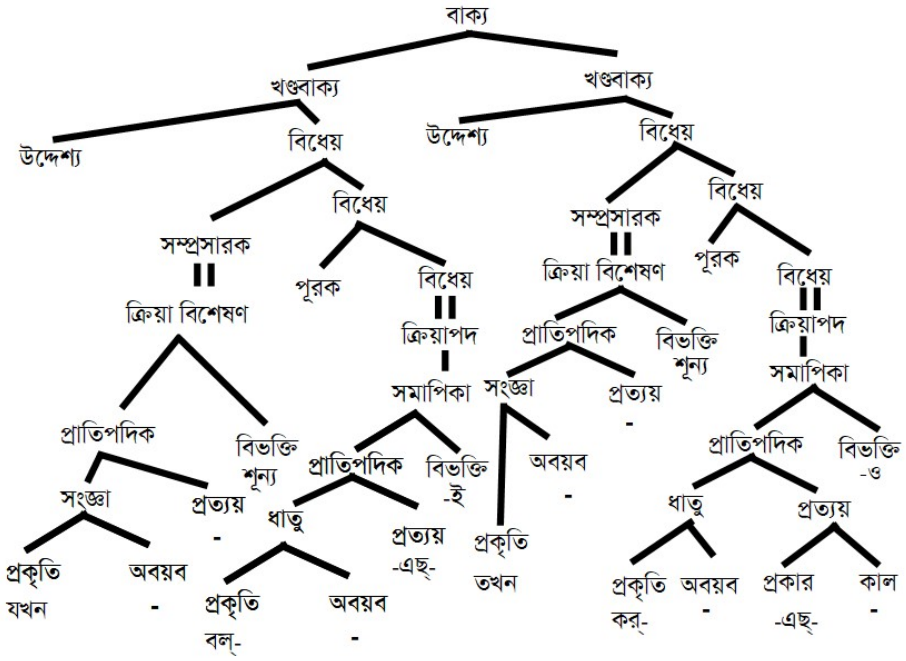

রেখাচিত্র: ৮

৩.৪.৯ শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক (স্থান)

স্থান বাচক যেসব সর্বনামীয় উপাদান বাক্যে সংযোজক শর্ত প্রকাশ করে থাকে তাদের স্থান বাচক শর্ত প্রকাশক অ্যানাফোরা সংযোজক বলা যেতে পারে। সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুযায়ী এগুলি অ্যানাফোরা বলে পরিচিত। যেমন:

৪৩. যেখানে$_{\text{সর্বনাম.অধিকরণ_কারক}}$ বলেছি$_{\text{ক্রিয়া}}$ সেখানে$_{\text{সর্বনাম.অধিকরণ_কারক}}$ করেছো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

যেখানে বলেছি সেখানে করেছো।

৩.৪.১০ আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রকাশক

বাক্যে ব্যবহৃত যেসব উপাদান পূর্ববর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সাপেক্ষে পরবর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে সেই সব উপাদানকে আন্তর্বাক্যীয় সংযোজক বলা হয়। এর মধ্যে যেসব সংযোজক সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রকাশ করে থাকে তাদের আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন:

৪৪. পরশু$_{\text{বিশেষণ}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ কাল$_{\text{বিশেষণ}}$ এসেছিল$_{\text{ক্রিয়া}}$। তাই$_{\text{সংযোজক}}$ আজও$_{\text{বিশেষণ}}$ আসবে$_{\text{ক্রিয়া}}$।

পরশু আর কাল এসেছিল। তাই আজও আসবে।

৩.৪.১১ আন্তর্বাক্যীয় অনির্দিষ্টতা প্রকাশক

বাক্যে ব্যবহৃত যেসব উপাদান পূর্ববর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সাপেক্ষে পরবর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে সেই সব উপাদানকে আন্তর্বাক্যীয় সংযোজক বলা হয়। এর মধ্যে যেসব সংযোজক অনির্দিষ্টতা ভাব প্রকাশ করে থাকে তাদের আন্তর্বাক্যীয় অনির্দিষ্টতা ভাব প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন:

৪৫. জানি$_{\text{ক্রিয়া}}$ করা$_{\text{বিশেষ্য}}$ কঠিন$_{\text{বিশেষ্য}}$ । তবু$_{\text{সংযোজক}}$ দেখো$_{\text{ক্রিয়া}}$ কোন_ভাবে$_{\text{নির্দেশক}}$ পারো$_{\text{ক্রিয়া}}$ কিনা$_{\text{সন্দর্ভ_কণিকা}}$।

জানি করা কঠিন। তবু দেখো কোন ভাবে পারো কিনা।

৩.৪.১২ আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নঞর্থকতা প্রকাশক

বাক্যে ব্যবহৃত যেসব উপাদান পূর্ববর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সাপেক্ষে পরবর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে সেই সব উপাদানকে আন্তর্বাক্যীয় সংযোজক বলা হয়। এর মধ্যে যেসব সংযোজক সম্পূর্ণ নঞর্থকতা ভাব প্রকাশ করে থাকে তাদের আন্তর্বাক্যীয় সম্পূর্ণ নঞর্থকতা ভাব প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন:

৪৬. বাম্বিকে$_{\text{প্রথম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ পাঠ$_{\text{বিশেষ্য_কর্মকারক}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$ দিয়ে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ //ব্যতিক্রমে$_{\text{সংযোজক}}$//
চন্দনকে$_{\text{প্রথম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ দেওয়া$_{\text{বিশেষ্য}}$_যাক$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$।
বাম্বিকে পাঠ না দিয়ে //ব্যতিক্রমে// চন্দনকে দেওয়া যাক।

৩.৪.১৩ আন্তর্বাক্যীয় আংশিক নঞর্থকতা প্রকাশক

বাক্যে ব্যবহৃত যেসব উপাদান পূর্ববর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সাপেক্ষে পরবর্তী বাক্যের ঘটনা, ঘটনাকাল এবং বাচিক সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে সেই সব উপাদানকে আন্তর্বাক্যীয় সংযোজক বলা হয়। এর মধ্যে যেসব সংযোজক আংশিক নঞর্থকতা ভাব প্রকাশ করে থাকে তাদের আন্তর্বাক্যীয় আংশিক নঞর্থকতা ভাব প্রকাশক সংযোজক বলা যেতে পারে। যেমন:

৪৭. তোমাকে$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্মকারক}}$ ডাকলাম$_{\text{ক্রিয়া}}$। তথাপি$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ এলে$_{\text{অসমাপিকা_ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$।
তোমাকে ডাকলাম। তথাপি তুমি এলে না।

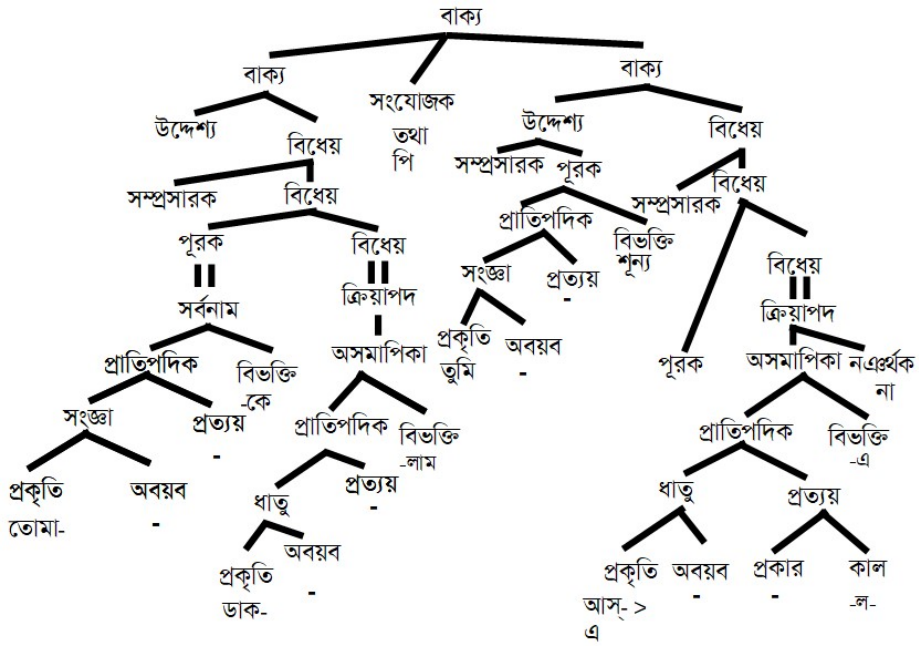

রেখাচিত্র: ৯

এখানে সংযোজক কীভাবে বাংলা কথোপকথনের একক উক্তিতে অবস্থান করে থাকে তারই প্রথাগত ব্যাকরণের অনুসরণে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হল। আর এইভাবে আজকের বহু আলোচিত ও মান্য ধারণা ‘‘সঞ্জননী ব্যাকরণ’’ যা অন্বয়তত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্ব আলোচনায় অনুসরণ করা হয়ে থাকে সেখানে বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণের ধারণাকে কতটুকু গ্রহণ করা সম্ভব বা তার কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তাই বিচার করে দেখা হল।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রয়োগে বাংলা সংযোজকের বিশিষ্টতা: নির্বাচিত সংযোজকের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ

৪.০ সংযোজক নির্বাচনের সাধারণ ধারণা: কথ্য সন্দর্ভ সংযোজক 'আর'

প্রকট কথ্য বাংলা সন্দর্ভ সংযোজক বা এক্সপ্লিসিট কথ্য বাংলা ডিসকোর্স কানেক্টিভস হিসাবে 'আর' পদটিকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই নির্বাচনে 'বিচিত্রা : বৈদ্যুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার' নামক রবীন্দ্রনাথের লিখিত সাহিত্যের ডিজিটাইজেশন, online available free corpus থেকে পদ ব্যবহারগত ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)-র আধিক্য অনুযায়ী সর্বাধিক প্রথম স্থানে রয়েছে উক্ত সন্দর্ভ সংযোজকটি। এখনও পর্যন্ত প্রামাণ্য spoken free available corpus না থাকাতে কথ্য সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.১ প্রকট সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে 'আর'

বাংলা ভাষায় কথোপকথনে 'আর' সবসময়ে সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বেশকিছু স্থানেই তা প্রায় ধোঁয়াশা রয়েছে যে, তা একটি সন্দর্ভ সংযোজক। 'আর' কখনো মৌলিকভাবে, কখনো বা যৌগিকভাবে উক্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যৌগিকভাবে 'আর' –এর উদাহরণ হল:

'আর যে', 'আর কেউ', 'কেউ আর', 'আর না হয়', 'আর হয়তো', 'আর হয়তো বা' ইত্যাদি।

যাইহোক এখানে কোন ক্ষেত্রে 'আর' সন্দর্ভ সংযোজক আর কোন ক্ষেত্রে নয় তাই আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৪.১.১ 'অথবা', 'বা' অর্থে 'আর'

বাংলা ভাষায় 'আর' 'অথবা' এবং 'বা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন -

৪৮. চাও$_{\text{ক্রিয়া}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$ চাও$_{\text{ক্রিয়া}}$, আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ দেব$_{\text{ক্রিয়া}}$।

চাও আর না চাও, আমি দেব।

এখানে বাক্যটির অর্থ হচ্ছে ‘চাও অথবা না চাও আমি দেব’ কিংবা ‘চাও বা না চাও আমি দেব’।

৪.১.২ বাকী সমস্ত সম্ভাব্য ঘটনাকাল (until possible event timing) অর্থে ‘আর’: ‘আর কেউ’ বনাম ‘কেউ আর’

উদাহরণটি লক্ষ করা যাক -

৪৯. নেতাজী$_{\text{বিশেষ্য.কর্তৃকারক}}$ বিমান$_{\text{বিশেষ্য}}$ দুর্ঘটনায়$_{\text{অধিকরণ_কারক}}$ মারা_যান$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$। তাই$_{\text{সংযোজক}}$ তাঁকে$_{\text{সর্বনাম}}$ কেউ$_{\text{সর্বনাম}}$ আর$_{\text{সন্দর্ভ_কণিকা}}$ দেখতে_পায়$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$ নি$_{\text{নঞর্থক}}$।

নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাই তাঁকে কেউ আর দেখতে পায়নি।

এখানে ‘আর’ দ্বিতীয় বাক্যে time বা বাকী সমস্ত সময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষ করার বিষয় হল এই যে, বাকী সমস্ত সময় বোঝাতে ‘আর’ এর সাথে বাক্যের ক্রিয়াপদটি নঞর্থক হয়েছে। এবং তা আবশ্যিক। যদি সেক্ষেত্রে ক্রিয়াটি সদর্থক হত তবে তা কখনই বাকী সমস্ত সময়-কে বোঝাতে সক্ষম হত না। কারণ সেক্ষেত্রে আগের বাক্যটির সাথে কার্যকারণ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেত। আর তা অনায়াসে ব্যাকরণগতভাবে উক্তিটি অচল হয়ে যেত। যথা :

৫০. *নেতাজী$_{\text{বিশেষ্য.কর্তৃকারক}}$ বিমান$_{\text{বিশেষ্য}}$ দুর্ঘটনায়$_{\text{অধিকরণ_কারক}}$ মারা_যান$_{\text{ক্রিয়া}}$। তাই$_{\text{সংযোজক}}$ তাঁকে$_{\text{সংযোজক}}$ কেউ$_{\text{সর্বনাম}}$ আর$_{\text{সন্দর্ভ_কণিকা}}$ দেখতে পায়$_{\text{ক্রিয়া}}$।

*নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাই তাঁকে কেউ আর দেখতে পায়।

কারণ কোন মৃতব্যক্তির সাথে জীবিত ব্যক্তির কোনভাবেই দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই অসামঞ্জস্যের কারণে তা ব্যকরণগতভাবে অচল। এখন নিম্নের উদাহরণটিকে লক্ষ করা যাক।

#. উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

৫১. উদ্দেশ্যসিদ্ধি$_{\text{বিশেষ্য}}$ হয়ে_গেলেই$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$ উপায়টাকে$_{\text{বিশেষ্য}}$ কেউ$_{\text{সর্বনাম}}$ আর$_{\text{সন্দর্ভ_কণিকা}}$ চিরস্মরণীয়$_{\text{বিশেষণ>বিশেষ্য}}$

করে_রাখে$_{যৌগিক_ক্রিয়া}$ না$_{নঞর্থক}$ ।

উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

এখানে এই বাক্যে 'আর' এবং 'কেউ' এর সম্মিলিত ক্রমিক বিন্যাসের বদল ঘটলে হয় 'কেউ আর'। এই 'কেউ আর'-এর ব্যবহার খুব বেশি ভাষায় পাওয়া যায় না। বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে 'আর কেউ' ক্রমিক পদ সংগঠনটি। এখানে লক্ষণীয় যে, 'আর কেউ' Noun Modifier কিন্তু 'কেউ আর' আসলে Verb Modifier। ফলে ক্রিয়া বিশেষণীয় চরিত্র রয়েছে যার ফলে 'কেউ আর' সব ক্ষেত্রে সময়কে নির্দেশ করে থাকে। যে সময়টি কোন একবার ঘটে যাওয়া সম্ভাবনার পর থেকে শুরু হয়ে কথা উচ্চারণের মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কালকে নির্ধারিত করে।

৪.১.৩ পূর্বের ঘটনার সাপেক্ষে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে সমর্থনে নিশ্চয়তায় ইতিবাচক, নিশ্চয়তায় নেতিবাচক, প্রস্তাবনা, সম্ভাবনা, প্রায় (Approximation) বোধক/ সূচক 'আর'

উদাহরণটি লক্ষ করা যাক -

৫২. নেতাজী$_{বিশেষ্য}$ বিমান$_{বিশেষ্য}$ দুর্ঘটনায়$_{অধিকরণ_কারক}$ মারা_যান$_{যৌগিক_ক্রিয়া}$। আর$_{সংযোজক}$ তাঁকে$_{সর্বনাম}$ দেখা_যায়$_{যৌগিক_ক্রিয়া}$ নি$_{নঞর্থক}$ ।

নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। আর তাঁকে দেখা যায়নি।

এখানে 'আর' নিশ্চয়তাবাচক অর্থকে বোঝাচ্ছে। এখানে 'আর' একবার দেখা যাবার কোনপ্রকার অর্থকেই সম্ভাবনাময়টাকে ফুটিয়ে তোলেনি।

৪.১.৪ এবং অর্থে 'আর'

উদাহরণটি লক্ষ করা যাক -

৫৩. আমি$_{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ আর$_{সংযোজক}$ তুমি$_{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}$ যাব$_{ক্রিয়া}$।

আমি আর তুমি যাব।

উক্ত উক্তিতে ‘আর’ এবং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে ঐ স্থানটিতে অনায়াসে অর্থের পরিবর্তন ছাড়াই এবং ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা -

৫৪. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ এবং$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ যাব$_{\text{ক্রিয়া}}$।
আমি এবং তুমি যাব।

কিন্তু উক্তিটি নঞর্থক হলে এই আর-এর অর্থই বদলে যাবে। যথা -

৫৫. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ যাব$_{\text{ক্রিয়া}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ যাবে$_{\text{ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$ ।
আমি যাব আর তুমি যাবে না।

এখানে ‘আর’ ঠিক কী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তা সুস্পষ্ট নয়। এখানে আর-কে নিশ্চয়তা নির্ধারক বলা যাবে কি না ভেবে দেখার বিষয়। যদিও এখানে আর = তাই/ সে কারণে হতে পারে। সম্ভাবনা, কিংবা নিশ্চয়তা-র কোনপ্রকার প্রসঙ্গই পরিষ্কার নয়।

আবার উক্তিটি যদি প্রশ্নবোধক কিংবা বিস্ময়সূচক হয় তবে আর-এর অর্থ আলাদা হতে বাধ্য। একসাথে যাবার কথা থেকেও যখন না যাবার একজনের না যাবার নিশ্চয়তা তৈরি হয় ঠিক তখনই অন্যজনের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক কিংবা প্রশ্নবোধক উক্তি বেরোতে বাধ্য। যথা -
আমি যাব আর তুমি যাবে না! (নিশ্চয়তা)

৫৬. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ যাব$_{\text{ক্রিয়া}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ,একবচন,কর্তৃকারক}}$ যাবে$_{\text{ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$!
আমি যাব আর তুমি যাবে না!

আমি যাব আর তুমি যাবে না? (নিশ্চয়তা)

৫৭. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যাব$_{\text{ক্রিয়া}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যাবে$_{\text{ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$?

আমি যাব আর তুমি যাবে না?

৪.১.৫ পরিবর্ত (আর + না হয়) অর্থে 'আর'

'না হয়' বাংলা ভাষায় অথবা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৫৮. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যাব$_{\text{ক্রিয়া}}$ না_হয়$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যাবে$_{\text{ক্রিয়া}}$।

আমি যাব না হয় তুমি যাবে।

এখানে যে কেউ গেলেই হবে, কোন ব্যক্তিক ইচ্ছা প্রাধান্য পাচ্ছে না।

কিন্তু যদি বলা হয় -

৫৯. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যাব$_{\text{ক্রিয়া}}$ আর$_{\text{সন্দর্ভ_কণিকা}}$ না_হয়$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ যাবে$_{\text{ক্রিয়া}}$।

আমি যাব আর না হয় তুমি যাবে।

এক্ষেত্রে 'আর না হয়' পরিবর্ত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে বক্তার সুপ্ত ইচ্ছা ছিল যে সে যাবে। কিন্তু শ্রোতার ইচ্ছাতে ঐ প্রকারের বলা আবশ্যক হয়ে থাকে।

৪.১.৬ আরও অর্থে 'আর'

৬০. আর$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ কিছু$_{\text{সর্বনাম}}$ বল$_{\text{ক্রিয়া}}$।

আর তুমি কিছু বল।

এখানে আর আরও অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪.১.৭ আর... তাহলে = আর ... সে কারণে অর্থে

আমি ঘুমাবো সে কারণে তুমি জ্বালানো শুরু করবে। আমি কিছু বুঝি না, তাই না?

৬১. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ ঘুমাবো$_{\text{ক্রিয়া}}$ সে_কারণে$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ জ্বালানো$_{\text{ক্রিয়াবিশেষ্য}}$ শুরু করবে$_{\text{ক্রিয়া}}$। আমি $_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ কিছু$_{\text{সর্বনাম}}$ বুঝি$_{\text{ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$, তাই$_{\text{সর্বনাম}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$?
আমি ঘুমাবো সে কারণে তুমি জ্বালানো শুরু করবে। আমি কিছু বুঝি না, তাই না?

আমি ঘুমাবো আর তুমি জ্বালানো শুরু করবে। আমি কিছু বুঝি না, তাই না?

৬২. আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ ঘুমাবো$_{\text{ক্রিয়া}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ জ্বালানো$_{\text{ক্রিয়াবিশেষ্য}}$ শুরু করবে$_{\text{ক্রিয়া}}$।
আমি $_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ কিছু$_{\text{সর্বনাম}}$ বুঝি$_{\text{ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$, তাই$_{\text{সর্বনাম}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$?
আমি ঘুমাবো আর তুমি জ্বালানো শুরু করবে। আমি কিছু বুঝি না, তাই না?

এখানে আগের উক্তির ‘সে কারণে’ পরের উক্তিতে ‘আর’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে যার ফলে দুই উক্তির মধ্যে কোনপ্রকার অর্থগত পরিবর্তন ঘটেনি। এখানে ‘আর’ ‘সে কারণে’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪.১.৮ আর... যে কেউ = কিংবা ... যে কেউ অর্থে

আর যে কেউ হোক আমি বিশ্বাস করি না।

৬৩. আর$_{\text{সংযোজক}}$ যে_কেউ$_{\text{সর্বনাম}}$ হোক$_{\text{ক্রিয়া}}$ আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ বিশ্বাস_করি$_{\text{যৌগিক_ক্রিয়া}}$ না$_{\text{নঞর্থক}}$ ।
আর যে কেউ হোক আমি বিশ্বাস করি না।

এখানে ‘আর... যে কেউ’ ‘কিংবা ... যে কেউ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ‘আর’ ক্রিয়া ‘বিশ্বাস করা’-র সাপেক্ষে অন্তত একজন আছে যে এই কথাটি বলছে সে বক্তা স্বয়ং বিশ্বাস করে। যাকে বলছে সে অন্যদের না বিশ্বাস করার প্রেক্ষিতটি তুলে ধরলে বক্তা এইপ্রকারের উচ্চারণ করে থাকে বাংলা কথোপকথনে।

৪.১.৯ অর্থ, উপাদান এবং ঘটনা সম্প্রসারক আর

অর্থ, উপাদান এবং ঘটনা সম্প্রসারক (Elaborator) হিসাবে ‘আর’ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন -

৬৪. সেদিন$_{\text{বিশেষণ}}$ কী$_{\text{সর্বনাম}}$ হল$_{\text{ক্রিয়া}}$? নাচ$_{\text{বিশেষ্য}}$ হল$_{\text{ক্রিয়া}}$। আর$_{\text{সংযোজক}}$? আর$_{\text{সংযোজক}}$ গান$_{\text{বিশেষ্য}}$।

সেদিন কী হল? নাচ হল। আর? আর গান।

এখানে আর সম্প্রসারকের ভূমিকা নিয়েছে। ঘটনাকে বিস্তৃতি দানে সহায়তা করেছে।

৪.১.১০ আর = তার বদলে অর্থে

তুমি ভাত খাও। তার বদলে আমি মুড়ি খেয়ে নেবো।

৬৫. তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ ভাত$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ খাও$_{\text{ক্রিয়া}}$। তার_বদলে$_{\text{সংযোজক}}$ আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ মুড়ি$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ খেয়ে নেবো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

তুমি ভাত খাও। তার বদলে আমি মুড়ি খেয়ে নেবো।

তুমি ভাত খাও। আর আমি মুড়ি খেয়ে নেবো। (আর= তার বদলে)

৬৬. তুমি$_{\text{মধ্যম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ ভাত$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ খাও$_{\text{ক্রিয়া}}$। আর$_{\text{সংযোজক}}$ আমি$_{\text{উত্তম_পুরুষ.একবচন.কর্তৃকারক}}$ মুড়ি$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ খেয়ে নেবো$_{\text{ক্রিয়া}}$।

তুমি ভাত খাও। আর আমি মুড়ি খেয়ে নেবো।

এখানে উক্তি দুটিতে কেবল ‘তার বদলে’ স্থানে ‘আর’ বসিয়ে একই অর্থ রাখা সম্ভব হয়েছে।

৪.১.১১ বিরক্তি অর্থে ‘আর’

৬৭. আর$_{\text{সংযোজক}}$ ও$_{\text{নির্দেশক}}$ কথায়$_{\text{বিশেষ্য.অধিকরণ}}$ কাজ$_{\text{বিশেষ্য.কর্মকারক}}$ কি$_{\text{প্রশ্নবাচকঅব্যয়}}$?

আর ও কথায় কাজ কি?

এখানে 'আর' বিরক্তি প্রকাশ করছে। অন্যদিকে নিষেধাত্মক বা নঞর্থক অর্থকেও প্রকাশ করছে। অর্থাৎ ওই বাক্যের অর্থ হল 'ও কথায় কাজ নেই'। কথোপকথনে যখন এই প্রকার বাক্য ব্যবহার করা হয় তখন এই বাক্যের সৃষ্টিকর্তা বক্তা অন্য বক্তার বলা কথায় যদি বিরক্ত হন তখন ঠিক এই ধরণের বাক্যই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

৪.২ প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে 'আর'

কথ্য ভাষায় কমা আসলে স্বল্পবিরাম বা স্বল্প বিরতি little pause/ small silence হিসাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাই একে প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক বলতে পারি। কমা বা স্বল্পবিরাম বা স্বল্প বিরতি অনেক ক্ষেত্রেই সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন - কমা বা স্বল্পবিরাম পদ সংযোজক, পদ পরিধি নির্ধারক, নামবিশেষ্য সম্প্রসারকের মধ্যেকার সংযোজক, বাক্যাংশ সংযোজক, সেমিকোলন পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক হিসাবে 'আর' সংযোগকারী উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এখানে বলার কথা এই যে, 'আর' সংযোজকটি লিখিত বাংলা ভাষায় বিরতিচিহ্নের এবং কথ্য বাংলা ভাষায় বিরতির সাপেক্ষে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তখন কমা বিরতি/ বিরতিচিহ্ন প্রচ্ছন্নভাবে 'আর' সংযোজকটিকে প্রতীয়মান করে থাকে।

৪.২.১ আর = কমা বিরতি অর্থে

তিন বা ততোধিক বিশেষ্যপদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে একাধিক বিশেষ্যপদের মধ্যে শ্রুতিমাধুর্য নিরোধক পুনরুক্তিমূলক সংযোজক ব্যবহারের পরিবর্তে লিখিত ভাষায় কমা নামক বিরতিচিহ্ন এবং কথ্য বাংলা ভাষায় বিরতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬৮. [রাম$_{\text{বিশেষ্য}}$,$_{\text{সংযোজক}}$ শ্যাম$_{\text{বিশেষ্য}}$,$_{\text{সংযোজক}}$ কমল$_{\text{বিশেষ্য}}$ আর$_{\text{সংযোজক}}$ যদু$_{\text{বিশেষ্য}}$]$_{\text{কর্তৃকারক}}$ গতকাল$_{\text{বিশেষণ}}$ আমাদের$_{\text{উত্তমপুরুষ_বহুবচন.সম্বন্ধপদ}}$ বাড়ি$_{\text{বিশেষ্য.অধিকরণ}}$ এসেছিল$_{\text{ক্রিয়া}}$।

রাম, শ্যাম, কমল আর যদু গতকাল আমাদের বাড়ি এসেছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রকট সন্দর্ভ সংযোজক ‘আর’ বহুবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলা কথোপকথনে উঠে আসে। অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন সন্দর্ভ সংযোজক হিসেবেও ‘আর’ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বাংলা কথোপকথনে।

পঞ্চম অধ্যায়
গবেষণার কথা সমাপ্তি

৫.১ গবেষণার সারাৎসার

আলোচনার সমাপ্তিতে এসে আমরা বলতে পারি যে, এই গবেষণা কথোপকথনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সংযোজক-এর ভাবনায় প্রথাগত ধারণার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারণায় সঞ্চরিত হয়েছে। প্রথমে বাংলা সংযোজকের ২১৪ সংখ্যক একটা তালিকা তৈরি করে তার ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে সর্বাধিক পাওয়া ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)-র সংযোজক-কে নির্বাচিত করে তার প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সংযোজকটি হল 'আর'। এরপর বাংলা সংযোজকের সূক্ষ্মতম শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে যেখানে পাঁচটি মুখ্য শ্রেণি ও তাদের মোট তেরোটি (১৩) অবর শ্রেণি বা উপশ্রেণি তৈরি করা হয়েছে বাক্যে ব্যবহৃত প্রসঙ্গ হিসাবে ঘটনা, ঘটনাকাল, এবং বাচিক কালের ক্রমিক বিন্যাস এবং কার্যকারণগত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত নিশ্চয়তা-র মাপকাঠিতে। এই শ্রেণিকরণের মাধ্যমে বাংলা সংযোজকের বহুর্থকতা নিরসনের একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই ধারণা কিভাবে কাজ করবে তার নমুনা হিসাবে নির্বাচিত একটি সংযোজকের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলা কথোপকথনে সেই নির্বাচিত বহুল ব্যবহৃত সংযোজক 'আর'-এর চুরাশি (৮৪) প্রকারের অর্থগত প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে। আলোচনার পরিসর সংক্ষিপ্ততার কারণে চুরাশি (৮৪) প্রকারের অর্থগত প্রসঙ্গের মধ্যে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ অধ্যায়ে কেবল বারোটি অর্থের প্রকারভেদ আলোচনা করে বাকীগুলি পরিশিষ্ট অংশতে তালিকার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া আরও উল্লেখ করার বিষয় হল এই আলোচনা ফর্মাল সেমান্টিকস-এর শাখায় যেভাবে প্রসঙ্গকে ধারণার ভাবমূর্তি প্রদান করা হয়েছে এখানে এই গবেষণায় বাংলা সংযোজককে সেই রকমের ধারণার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.২ আলোচনার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলি হল:

১. বাংলা ভাষায় নৈঃশব্দ্য কীভাবে সংযোজকের কাজ করে তার সামগ্রিক আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। কেবল একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। এটি প্রচ্ছন্ন সংযোজক হিসাবে বাংলা কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাকী সমস্ত বিরতিচিহ্নের পরিমাণ উচ্চারণের মধ্যে কীভাবে কত সময়ে কী সংযোজক বিরতিচিহ্নের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে তার ভাবনাটি পরমাণগত দিক থেকে করতে গেলে প্রয়োজন ছিল ল্যাবরেটরি-র। কিন্তু তার প্রাপ্তি সম্ভব হয় নি। ফলে ভাষার নৈঃশব্দ্য যে কত প্রকারের অ্যাকাউস্টিক তথ্য প্রদান করতে পারে তার নির্ণয় অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

২. ভাষায় প্রচ্ছন্ন সংযোজক কী এবং কোথায় কী ধরণের বাক্যের গঠনে থাকে তার অনুসন্ধান অসমাপ্ত রয়েছে।

৩. প্রকট সংযোজক হিসাবে অনুসন্ধান করে পাওয়া প্রায় দুইশোর বেশি সংযোজক বাংলা কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়। এখানে শুধুমাত্র একটি সংযোজকের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা সম্ভব হয়েছে। বাকী সংযোজকের আলোচনা বাকী থেকে গেছে।

৪. বাংলা পরিভাষা দিয়ে বাংলা কথোপকথনের আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেখানে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এমন কিছু পরিভাষা আছে যার বাংলা বিকল্প পরিভাষা প্রদান করা সম্ভব হয় নি।

৫. বাংলা ভাষার কথোপকথনের স্পীচ করপাস পাওয়া যায় নি। কিছু লিখিত করপাস বিশেষ করে ‘বিচিত্রা অনলাইন রবীন্দ্র রচনা সম্ভার’-এর সাহায্য পাওয়া গেছে মুক্ত অ্যাকসেস থাকার জন্য। এছাড়া তেমন বলিষ্ঠ বাংলা লিখিত করপাস পাওয়া সম্ভব হয় নি।

৬. বাংলা ভাষার কথোপকথনের ব্যাকরণ প্রস্তুত করতে ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং তার থেকে গবেষণার উপযোগী স্পীচ করপাস বানানো সম্ভব হত যদি আরও অনেক সময় এবং পর্যাপ্ত যন্ত্রাদি সহজলভ্য হত। কিন্তু সেক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে।

৫.৩ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

এতসব সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও এই গবেষণা অনেকখানি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন:

প্রথমত, এই গবেষণা বাংলা সংযোজকের বহুর্থকতা নিরসনে ভবিষ্যতে গবেষণার একটি মডেল হিসাবে কাজ করবে।

দ্বিতীয়ত, প্রথাগত ব্যাকরণের সীমাক্ষেত্রে এবং আধুনিক ব্যাকরণের সীমাক্ষেত্রে বাংলা সংযোজকের একটা সামগ্রিক ধারণা এই গবেষণার আগে পাওয়া যায় নি। এই গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণে খানিকটা সক্ষম হয়েছে।

ফলে এই গবেষণার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেকখানি প্রকট। এইসব ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকগুলি হল:

ক. সংযোজক নির্ভর বাংলা স্পীচ করপাস বানানো যাবে।

খ. বাংলা ভাষার নৈঃশব্দ্য বা silence-কে পরিমাপণ করা সম্ভব হবে।

গ. পিওএস ট্যাগিং এর ক্ষেত্রে বাংলা সংযোজকের যেসব ট্যাগিং বিষয়ক সীমাবদ্ধতা ছিল সেগুলি গবেষণায় উঠে আসবে।

ঘ. বাংলা সংযোজকের সামগ্রিক রূপ বহুর্থকতা নিরসনের অঞ্চলে গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই গবেষণা শুধুমাত্র তারই প্রথম সফল উদিত প্রত্যুষ বলা চলে।

ঙ. রোবটিক্সে বাংলা ভাষার প্রয়োগের গবেষণার সূত্রপাত এখানও থেকেই।

সবমিলিয়ে বলা যায় এই গবেষণা বাংলা সংযোজকের সামগ্রিক ব্যাপ্তিটুকুর একটা সংক্ষিপ্ত পরপূর্ণ নিটোল ধারণা দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রন্থপঞ্জি

Carlson, L., & Marcu, D. (2001). Discourse Tagging reference manual. *ISI Technical Report ISI-TR-545*, *54*, 56.

Karmakar, S.; Banerjee, S. & Ghosh, S.; (2016). Graph theoretic interpretation of Bangla traditional grammar; NLP Association of India, *ICON* (pp. 129–136).

Prasad, R., Miltsakaki, E., Dinesh, N., Lee, A., Joshi, A., Robaldo, L., & Webber, B. L. (2007). The penn Discourse treebank 2.0 annotation manual.

Prasad, Rashmi; Miltsakaki, Eleni; Dinesh, Nikhil; Lee, Alan; Robaldo, Livio; Joshi, Aravind; Webber, Bonnie. The Penn Discourse TreeBank 2.0. 2007.

Rashmi, P., Nihkil, D., Alan, L., Eleni, M., Livio, R., Aravind, J., & Bonnie, W. (2008). The Penn Discourse Treebank 2.0. In *Lexical Resources and Evaluation Conference*. -.

Rutherford, Attapol T. & Xue, N.; (2015). Improving the inference of Implicit discourse relations via classifying Explicit discourse connectives. In *Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies* (pp. 799-808).

চক্রবর্তী, উদয়কুমার. (২০১২) *বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

চক্রবর্তী, উদয়কুমার. (২০১৩) *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ.* কলকাতা: অরবিন্দ পাবলিকেশন.

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. (২০১৭) *ODBL.* নতুন দিল্লী: রূপা পাবলিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড.

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. (২০১৭) *ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ.* নতুন দিল্লী: রূপা পাবলিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ক

সারণি-১ 'বিচিত্রা' এবং 'গুগল সার্চ' করপাস-এ বাংলা সংযোজকের ফ্রিকোয়েন্সি

উপাদান	ফ্রিকোয়েন্সি	অনুসন্ধানে সময়ের সাপেক্ষে প্রাপ্ত ফ্রিকোয়েন্সি
আর	২৯৪১	২৯৪১ বার ০.০১৪ সেকেণ্ডে
তাই	২২৪৬	২২৪৬ বার ০.০০৮ সেকেণ্ডে
পরে	২২২৩	২২২৩ বার ০.০২১ সেকেণ্ডে
অতএব	৬৪৭	৬৪৭ বার ০.০৩১ সেকেণ্ডে
সুতরাং	৪৫০	৪৫০ বার ০.০৩৪ সেকেণ্ডে
এ কারণে	৩৯৪	৩৯৪ বার ০.০৬৬ সেকেণ্ডে
তবুও	২৮৪	২৮৪ বার ০.০৫৭ সেকেণ্ডে
কিংবা	২৭১	২৭১ বার ০.০৩৩ সেকেণ্ডে
তথাপি	২৪৫	২৪৫ বার ০.০৬২ সেকেণ্ডে
ইতিমধ্যে	২৩৯	২৩৯ বার ০.০৪৫ সেকেণ্ডে
কিছু একটা	২৩৯	২৩৯ বার ০.০৩৫ সেকেণ্ডে
একটা কিছু	২৩৯	২৩৯ বার ০.০৩৫ সেকেণ্ডে
ফলে	২২২	২২২ বার ০.০৫১ সেকেণ্ডে
এ সত্ত্বেও	১৬১	১৬১ বার ০.০৬১ সেকেণ্ডে
সে জন্য	১৫৩	১৫৩ বার ০.০৪১ সেকেণ্ডে
এই কারণে	১৪০	১৪০ বার ০.০৫৬ সেকেণ্ডে
বদলে	১১৭	১১৭ বার ০.০৪৬ সেকেণ্ডে
পরিবর্তে	১১২	১১২ বার ০.০৫১ সেকেণ্ডে
এই জন্যে	১০৯	১০৯ বার ০.০৩৫ সেকেণ্ডে
তারপরে	১০৩	১০৩ বার ০.০৬১ সেকেণ্ডে
প্রথমত	১০৩	১০৩ বার ০.০৬১ সেকেণ্ডে
নতুবা	৯৭	৯৭ বার ০.০৫৪ সেকেণ্ডে
অন্যদিকে	৮৬	৮৬ বার ০.০৬৫ সেকেণ্ডে
এর পরে	৬৭	৬৭ বার ০.০৪০ সেকেণ্ডে
দ্বিতীয়ত	৬২	৬২ বার ০.০৭৫ সেকেণ্ডে
মোটামুটি	৪৭	৪৭ বার ০.০৬৯ সেকেণ্ডে
তারপর	৩৯	৩৯ বার ০.০৬৮ সেকেণ্ডে

প্রসঙ্গক্রমে	৩৫	৩৫ বার ০.০৯২ সেকেণ্ডে
তার বদলে	২২	২২ বার ০.০৫৯ সেকেণ্ডে
তার ফলে	২১	২১ বার ০.০৬৫ সেকেণ্ডে
ফলত	১৬	১৬ বার ০.০৭৬ সেকেণ্ডে
তৃতীয়ত	১৫	১৫ বার ০.০৭৭ সেকেণ্ডে
এই সূত্রে	১২	১২ বার ০.০৮৩ সেকেণ্ডে
শেষভাগে	১২	১২ বার ০.১১৫ সেকেণ্ডে
সবশেষে	১২	১২ বার ০.০৭৪ সেকেণ্ডে
সব মিলিয়ে	১০	১০ বার ০.০৫২ সেকেণ্ডে
এর পর	৯	৯ বার ০.০৩৪ সেকেণ্ডে
কোন একটা	৯	৯ বার ০.০৪৬ সেকেণ্ডে
পরিশেষে	৯	৯ বার ০.০৭৩ সেকেণ্ডে
এই অবসরে	৭	৭ বার ০.০৭৯ সেকেণ্ডে
কার্যত	৭	৭ বার ০.০৮৩ সেকেণ্ডে
তার পরিবর্তে	৭	৭ বার ০.০৬৪ সেকেণ্ডে
সে কারণে	৭	৭ বার ০.০৫৭ সেকেণ্ডে
তা সত্ত্বেও	৬	৬ বার ০.০৬৫ সেকেণ্ডে
শেষপর্যন্ত	৬	৬ বার ০.০৬৫ সেকেণ্ডে
সর্বোপরি	৬	৬ বার ০.০৭০ সেকেণ্ডে
এর বদলে	৫	৫ বার ০.০৬৫ সেকেণ্ডে
এই ধরো	৪	৪ বার ০.০৬১ সেকেণ্ডে
এর ফলে	৪	৪ বার ০.০৭০ সেকেণ্ডে
অন্যভাবে	৩	৩ বার ০.০৮১ সেকেণ্ডে
এর পরিবর্তে	২	২ বার ০.০৬৮ সেকেণ্ডে
প্রসঙ্গান্তরে	২	২ বার ০.০৭৯ সেকেণ্ডে
মোটামুটিভাবে	২	২ বার ০.০৮৮ সেকেণ্ডে
অন্যথায়	১	১ বার ০.০৮৬ সেকেণ্ডে
এইরকমভাবে	১	১ বার ০.০৮৩ সেকেণ্ডে
প্রসঙ্গত	১	১ বার ০.০৮৫ সেকেণ্ডে
এ থেকে অনুমান করা যায় যে		৩,৬৬,০০০ বার ০.৬০ সেকেণ্ডে
সঙ্গতভাবে		৩,০৬০ বার ০.৪৫ সেকেণ্ডে

সেই সূত্রে		৫,৫২,০০০ বার ০.৩৬ সেকেণ্ডে
এই সূত্রে		৭,৭৮,০০০ বার ০.৫৮ সেকেণ্ডে
এই পরিস্থিতিতে		৭,১৪,০০০ বার ০.৩৫ সেকেণ্ডে

পরিশিষ্ট - খ

সারণি-২: বাংলা ভাষায় প্রকট সংযোজকগুলির বহুর্থকতা

মূল শব্দ	*বিকল্প অর্থ -১*	*বি. অ.-২*	*বি. অ. -৩*	*বি. অ. -৪*	*বি. অ. -n*
according_to	অনুযায়ী	মতে	অনুসারে	মতানুসারে	ধরনে ...
accordingly	অনুসারে	তদনুসারে	ফলে	অতএব	সেইমতো ...
after_that	তারপর,	তৎপর,	তদনন্তর		
afterward	পরে,	ভবিষ্যতে,	পরবর্তী কালে,	বাদে,	পরিশেষে, পরবর্তীকালীন
afterwards	পরে,	পশ্চাৎ,	ভবিষ্যতে,	পরবর্তী কালে,	অনন্তর, বাদে
all_of_a_sudden	হঠাৎ,	সবার মাঝে হঠাৎ করে			
along_the_way	এই পথে,	এই পথ ধরে			
already	ইতিমধ্যে,	ইহার আগেই,	ইত:পূর্বে,	ইতোমধ্যে,	এরই মধ্যে, ইতিপূর্বে, এত শীঘ্র, এত তাড়াতাড়ি, এখনই, নির্দিষ্ট সময়ের আগে
also	আরো,	এছাড়াও,	এবং,	অধিকন্তু,	পর্যন্ত, -ও
alternatively	অন্যথায়, বা				
although	যদিও,	তথাপি,	যদ্যপি		
and## বাক্যের শুরু বাদে যে কোন স্থানে বসা	এবং,	ও,	আরও,	অধিকন্তু,	তথা
And## বাক্যের শুরুতে বসা	এবং				
and_after	এবং এরপর,	এবং তারপর			
and_as_a_result	এবং এর ফলে,	এবং এর ফলস্বরূপ			
anyway	যাই হোক	তাহলেও,	অন্ততপক্ষে,	যাই হোক না কেন,	সকল অবস্থাতেই, যে কোন পথে
as	যেমন	যত,	যেহেতু,	যেন,	বলিয়া, কারণ, তাহা, যদিও

as_a_result	ফলস্বরূপ	ফলত			
as_a_result_of	এর ফলস্বরূপ	যার ফলে			
as an alternative	এর পরিবর্তে	বিকল্প হিসাবে	এর বিকল্পে	এর বিকল্পও হিসাবে	
as_far_as	যতদূর সম্ভব				
as_if	ঠিক যেমন	যেন			
as_long_as	এতো বড়ো যে	যতক্ষন পর্যন্ত,	যতক্ষন পর্যন্ত না		
as_soon_as	যত তাড়াতাড়ি,	যেইমাত্র,	যখনি,	যে-মুহূর্তে	
aside_from	ব্যতীত,	ছাড়া			
at_least	অন্তত,	অন্তত:পক্ষে,	কমপক্ষে,	কমপক্ষে-ও	
at_that_point	সেই সময়ে,	সেই মুহুর্তে			
at_the_same_time	একই সময়ে,	একই মুহুর্তে			

পরিশিষ্ট – গ

বাংলা সংযোজক 'আর' প্রায় চুরাশি (৮৪) প্রকারের অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এখানে তার একটি করে নমুনা বাক্য দিয়ে কী অর্থ প্রকাশ করে তা তালিকার মধ্যে দিয়ে বলা হল।

সারণি-৩ : বাংলা সংযোজক "আর" -এর অর্থগত বিস্তার

ক্রমিক সংখ্যা	সংযোজক	যে অর্থ প্রকাশ করে	নমুনা বাক্য
১.	আর	অতিরিক্ত	আর বেশি বোল না।
২.	আর	অথবা	বাঁচা আর মরা, দুই সমান।
৩.	আর	অধিক	আর কী বলব?
৪.	আর	অধিকতর	আরও কষ্ট হচ্ছে।
৫.	আর	অধিকন্তু	আরও শোনো।
৬.	আর	অনেক বড়	আর যাই হোক, এতটুকু নয়।
৭.	আর	অন্য/অপর দিকে	আর পারে বিশাল জলাশয়।
৮.	আর	অন্য একটি	আর এমন লোক পাবে না
৯.	আর	অন্য কিছু	এক করতে আর হয়।
১০.	আর	অন্যদিকে	সে তোমার উপকার করে আর তুমি কিনা তার নিন্দা কর।
১১.	আর	অন্য বস্তু	আরটি কোথায়, আরে কি বলে।
১২.	আর	অন্য/ভিন্ন/আলাদা/পৃথক ব্যক্তি	আর কেউ এসেছিলো।
১৩.	আর	অন্য সময়ে	আর বার এসো, পুষিয়ে দেবো।
১৪.	আর	অন্য স্থান	আরটি কোথায়
১৫.	আর	অন্যান্য	আর-আর লোকে
১৬.	আর	অপরপক্ষে	একদিকে আমি আর দিকে তুমি।
১৭.	আর	অবশিষ্ট	আর কিছু আছে?
১৮.	আর	অবশ্যই	তুমি তো আর বোকা নও।
১৯.	আর	অবশ্য	তুমি তো আর গরিব নও।
২০.	আর	আগামী	আর শনিবারে যাব।

২১.	আর	আগে কখনো	এমন আর দেখিনি।
২২.	আর	পরে কখনো	এমনটি আর হবে না।
২৩.	আর	আগের	আর বছর সে এসেছিল।
২৪.	আর	আজ আর	আর সেদিন নেই।
২৫.	আর আর	অন্য অন্য	আর-আর দিন।
২৬.	আর	আরও	আর দেখ।
২৭.	আর	আরও বস্তু	আর কিছু দাও।
২৮.	আর	আর	রাম আর শ্যাম।
২৯.	আর	আরেকজন	তোদের দুটোর আর একজন কই?
৩০.	আর	আরেকটি	আর একটি দাও।
৩১.	আর	আলাদা বস্তু	আরটি কোথায়?
৩২.	আর	আলাদা ব্যক্তি	আরে কি বলে?
৩৩.	আর	আলাদা স্থান	আরটি কোথায়?
৩৪.	আর	আসছে	আর সপ্তাহে যাব।
৩৫.	আর	একই সময়ে	শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।
৩৬.	আর	এখন	আর সেদিন নেই।
৩৭.	আর	এখনও	আর কেন বৃথা চেষ্টা।
৩৮.	আর	এখন পর্যন্ত	আর কেন আশা কর।
৩৯.	আর	এ ছাড়া অন্য	আরও লোকে জানে।
৪০.	আর	এযাবৎ	আর দেখিনি।
৪১.	আর	এর থেকে বেশি	আর কত চাস?
৪২.	আর	ও ব্যতীত/ ও ছাড়া	দরজার আড়ালে আর কেউ ছিল না।
৪৩.	আর	কখনো	ধানগাছে কি আর তক্তা হয়।
৪৪.	আর	কখনো	বিড়ালে কি আর মাছ খাওয়া ছাড়ে?
৪৫.	আর	কিংবা	চাও আর না চাও।
৪৬.	আর	কিন্তু	শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।
৪৭.	আর	ক্রমাগত	আর করেই চলেছ।

৪৮.	আর	গত	আর বছর সে এসেছিল।
৪৯.	আর	চিরকাল	আর কতকাল বয়ে বেড়াবে?
৫০.	আর	তখন থেকে	সেই গেল আর ফিরল না।
৫১.	আর	তখন পর্যন্ত	আর কেন আশা কর।
৫২.	আর	তথাপি	তাই আর বলে কাজ নেই।
৫৩.	আর	তদবধি	গেলে আর ফিরলে না।
৫৪.	আর	দীর্ঘদিন ধরে	আর কতকাল ঝোলাবি?
৫৫.	আর	দ্বিতীয়	আর এমন লোক পাবে না।
৫৬.	আর	নচেৎ	তুমি যাও। নইলে আর দেখতে পাবে না।
৫৭.	আর	নতুবা	তুমি যাও। নইলে আর দেখতে পাবে না।
৫৮.	আর	নয়ত	তুমি যাও। নইলে আর দেখতে পাবে না।
৫৯.	আর	নিয়ত	আর করেই চলেছ।
৬০.	আর	নিশ্চয়	তুমি তো আর বোকা নও।
৬১.	আর	নিশ্চিতভাবে	তুমি তো আর বোকা নও।
৬২.	আর	পক্ষান্তরে	শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।
৬৩.	আর	পরবর্তীতে আর কখনো নয়	আর কান্না নয়।
৬৪.	আর	পরে কখনো	এমন আর দেখিনি বা দেখব না
৬৫.	আর	পরের	আর সপ্তাহে যাব
৬৬.	আর	পরের কোন এক সময়ে	আর বার
৬৭.	আর	পরের বার	আর বার
৬৮.	আর	পাশাপাশি	আর দেখ / শক্তের ভক্ত আর নরমের যম
৬৯.	আর	পুনরায়/ আবার	আর সেকথা কেন?/ শুনেছি, আর বোলতে হবে না।
৭০.	আর	পুনরায়	আর যেন এমন না হয়
৭১.	আর	পুনশ্চ	আর বলতে থাকো।
৭২.	আর	প্রত্যুত্তরে	সে তোমার উপকার করে আর তুমি তার নিন্দা কর
৭৩.	আর	ফের	শুনেছি, আর বোলতে হবে না।

৭৪.	আর	বর্তমানে	আর সেদিন নেই
৭৫.	আর	বহুদিন ধরে	আর কতকাল ঝোলাবি?
৭৬.	আর	বাকীরা	আর সব কোথায়?
৭৭.	আর	বাকী সকলে	আর আর সব কোথায়?
৭৮.	আর	বাড়তি	অনেক বলেছো, আর নয়।
৭৯.	আর	বিগত	আর বছর এসেছিল
৮০.	আর	ভবিষ্যতে	আর যেন এমন না হয়
৮১.	আর	যথেষ্ট/পর্যাপ্ত	আর কেন
৮২.	আর	যুগপত্	এইসব দেখি আর দুঃখ পাই
৮৩.	আর	সেই সঙ্গে	আর তুমিও যেও।
৮৪.	আর	কমা বিরতিচিহ্ন	রাম, শ্যাম আর যদু আমাদের বাড়ি এসেছিল।